

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র” একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-১

সীট নং-১১

শাঈখুল হাদীস মুফতি, মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ’ ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব, হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।	তারিখঃ ২২.৫.২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমা স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুম’আর খুত্বা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com
---	--

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। যার ভিতরে দ্বীন ও দুনিয়া উভয় জাহানের উন্নতির পথ ও পাথেয় বর্ণিত রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালা তাঁর সকল নাবী ও রাসূলদের দ্বীন কাযিম করার নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

অর্থঃ “তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কাযিম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিमुखী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।” (সূরা আশ্ শূরা ৪২ঃ ১৩)

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালা আরো বলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থঃ “তিনিই সে সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং একমাত্র হাক্ক দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন (সে দ্বীনকে) অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।” (সূরা আত তাওবাহ ৯ঃ ৩৩, সূরা আল ফাতাহ ২৮, সূরা আস সাফ ৯)

এবারে (এখন) প্রশ্ন জাগে যে, দ্বীন কায়িম করব কিভাবে? কোন পদ্ধতিতে? এ ব্যাপারে আমাদের কি আক্বিদাহ রাখা উচিত? একদল মুসলিম নামধারী আলিম মনে করে যে, গণতন্ত্র-ই হচ্ছে ইসলাম কায়িমের একমাত্র পথ। এজন্য তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, ভোট দেন আবার কেউ কেউ এই ভোট দেয়াকে পবিত্র আমানাত হিসেবে আখ্যা দিয়ে থাকেন।

এ আক্বিদাহ গ্রহণকারীগণ দেখতে পাচ্ছেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই ভোটের দরকার হয় এবং মেজোরিটি পার্সেন্ট ভোটও পেতে হয়। সুতরাং ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, নাস্তিক ও মুরতাদসহ সকলেরই সমর্থন নিতে হবে এবং অধিকাংশ ভোট অর্জন করতে হবে। তাদের কাছে বর্তমান ভোট যুদ্ধই প্রকৃত ইসলামী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভ করার মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কায়িম করা সম্ভব। এজন্য তারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন, ভোট দেন, ভোট নেন; কেউ কেউ আবার গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেনঃ একটি “ইসলামী গণতন্ত্র” অপরটি “পশ্চিমা গণতন্ত্র”। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, তারা যে নির্বাচন করেন তা কি ইসলামী গণতন্ত্রের অধীনে নাকি পশ্চিমা গণতন্ত্রের অধীনে? আর এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যই বা কি? কে সেই ইসলামী গণতন্ত্রের আবিষ্কারক? হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকি অন্য কেউ?

আমাদের দেশে বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানের Syllabus গুলোর দিকে একটু মনোযোগ দিলে একথা বুঝতে কারো কষ্ট হবেনা যে, এসব সিলেবাস পাশ্চাত্যের আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর রাষ্ট্র বিজ্ঞানে গণতন্ত্র সম্পর্কে যা লিখা রয়েছে, পাশ্চাত্য দেশীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও তাই আছে। আমাদের দেশের অর্থনীতি বিষয়ে যা পড়ানো হয় তা IMF, World Bank, WTO, GATTs, PRSP ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের দেশের সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মানবাধিকারের যে ধারণা উপস্থাপন করা হয় তা পাশ্চাত্য থেকে ধার করা ধারণার চেয়ে একচুলও বাইরে নয়। এমতাবস্থায় যারা গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র সরকার গঠন, সরকার পরিচালনা ও সরকার বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়ার সমার্থক মনে করে ইসলামের শুরার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ শৃঙ্খলার প্রতীক “খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ”এর ধারণাকে বিসর্জন দিতে চেয়েছেন তারা যে কত বড় বোকার স্বর্গে বাস করছেন তা বোঝানোর ভাষা আমাদের নেই।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে দুনিয়ার লাগাম পাশ্চাত্যের হাতে। এদের রাজনৈতিক শ্লোগান হলো “গণতন্ত্র”, সামাজিক বুলি হলো “মানবাধিকা”, আর এদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো “সুদ”। সুতরাং যারাই গণতন্ত্রের কথা বলবে, তাদেরকে পাশ্চাত্যের আধিপত্যকে মেনে নিতেই হবে। কারণ, অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে প্রতিকূলে যাবার ভাবনা পাগলের কিংবা অব্বাচীনের। সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী মু’মিন-মুসলিমদের হতে পারেনা। কারণ, ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী-সাংঘর্ষিক দুটি দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কর্তৃক নাযিলকৃত জীবন ব্যবস্থা আর গণতন্ত্র হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের ভোটে নির্বাচিত এম.পি-দের তৈরী জীবন ব্যবস্থা। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে শিক্ষিত লোকের চেয়ে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি, বুদ্ধিমানের চেয়ে বোকা বেশি, ঈমানদারদের চেয়ে বেইমানদের সংখ্যা বেশি। এমতাবস্থায় যদি সংখ্যা গরিষ্ঠ

লোকের ভোট গ্রহণ করা হয় তাহলে ভাল লোকের তুলনায় মন্দ লোকেরাই বেশি নির্বাচিত হবে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতও তাই বলছে। দলীলঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “আর তুমি আকাঙ্ক্ষা করলেও অধিকাংশ মানুষ মু’মিন হবার নয়।” (সূরা আল ইউসুফ ১২ঃ ১০৩)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থঃ “তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়।” (সূরা আল ইউসুফ ১২ঃ ১০৬)

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “আলিফ- লাম- মীম- রা; এগুলো কিতাবের আয়াত, আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।” (সূরা আর রাদ ১৩ঃ ১)

أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাদযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আন নামল ২৭ঃ ৬১)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “জেনে রাখ, নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহরই। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আল ইউনুস ১০ঃ ৫৫)

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য। আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌছত তখন তারা মুসা ও তা সঙ্গীদেরকে অশুভলক্ষ্যে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭ঃ ১৩১)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আর নিশ্চয় যারা যুলুম করবে তাদের জন্য থাকবে এছাড়া আরো আযাব; কিন্তু তাদের বেশিভাগই জানে না।” (সূরা আত্ তুর ৫২ঃ ৪৭)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেনঃ এক ব্যক্তি যার মনিব অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং আরেক ব্যক্তি যে এক মনিবের অনুগত, এ দুজনের অবস্থা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আয যুমার ৩৯ঃ ২৯)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “অতঃপর কোন বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন নে বলে, জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আয যুমার ৩৯ঃ ৪৯)

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আল লুকমান ৩১ঃ ২৫)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আর তারা বলে, কেন তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নির্দশন নাযিল করা হয়নি? উলুন, নিশ্চয় আল্লাহ যে কোন নির্দশন নাযিল করকে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আল আন'আম ৬ঃ ৩৭)

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে যেন কোন দুশ্চিন্তা না করে। আর সে যেন জানতে পারে যে, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আলা ক্বাসাস ২৮ঃ ১৩)

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نُخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আর তারা বলে, আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে জায়গা করে দেইনি? যেখানে তাদের রিযিকের জন্যে আমার কাছ থেকে সব ধরনের ফলমূল আসে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।” (সূরা আল ক্বাসাস ২৮ঃ ৫৭)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের বেশির ভাগই শুকরিয়া আদায় করে না।” (সূরা আন নাযল ২৭ঃ ৭৩)

فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ

অর্থঃ “আর যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন পরিমাপকৃত (রসদ) নেই এবং তোমরা আমার নিকবর্তীও হয়ো না।” (সূরা আল ইউসুফ ১২ঃ ৬০)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “নিশ্চয় এতে রয়েছে নির্দশন, আর তাদের অধিকাংশ মু’মিন নয়।” (সূরা আশ শুরারা ২৬ঃ ১০৩, ১২১, ৮, ৬৭, ১৭৪, ১৯০)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম; অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশ মু’মিন ছিলনা।” (সূরা আশ শুরারা ২৬ঃ ১৩৯)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “অতএব আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, নিশ্চয়ই এতে নির্দশন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ মু’মিন ছিলনা।” (সূরা আশ শুরারা ২৬ঃ ১৫৮)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ “তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল।” (সূরা আছ ছাফফাত ৩৭ঃ ৭১)

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ “এরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া (অন্য কাউকে) ইলাহ বানিয়ে রেখেছে? (হে নবী, তুমি) বলো, তোমরা দলীল প্রমাণ উপস্থিত করো, (এটা) আমার সাথীদের কিতাব এবং (এটা) আমার পূর্ববর্তীদের কিতাব, (পারলে এখান থেকে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো;) এদের অধিকাংশ (মানুষই প্রকৃত সত্য) জানে না, তা (সত্য থেকে) এরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (সূরা আল আম্বিয়া ২১ঃ ২৪)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ “নাকি তারা বলছে যে, তার মধ্যে কোন পাগলামী রয়েছে? না, বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছিল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী।” (সূরা আল মু’মিনুন ২৩ঃ ৭০)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থঃ “তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? (আসলে) এরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশি বিভ্রান্ত।” (সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ৪৪)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

অর্থঃ “আমি বার বার এ (ঘটনা) টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো।” (সূরা আল ফুরকান ২৫ঃ ৫০)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ

অর্থঃ “ওরা (শয়তানের কথা) শোনার জন্যে কান পেতে থাকে, আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে (নিরেট) মিথ্যাবাদী।” (সূরা আশ শুরা ২৬ঃ ২২৩)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং সমস্ত মানুষের ওপর আল্লাহ তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের) অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।” (সূরা ইউসুফ ১২ঃ ৩৮)

জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রভাবিত হওয়া নিষেধঃ

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থঃ “(হে রাসূল,) তুমি বলো, পাক ও নাপাক জিনিস কখনো সমান হতে পারে না, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য যতোই তোমাকে চমৎকৃত করুক না কেন! অতএব হে জ্ঞানবান মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (আশা করা যায়) তোমরা সফলকাম হতে পারবে।” (সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ১০০)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

অর্থঃ “অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।”

(সূরা আত তাওবাহ ৯ঃ ২৫)

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র”

একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-২

সীট নং-১২

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া,
বরিশাল।
খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

তারিখঃ ২৯. ০৫. ২০০৯
সময়ঃ বাদ জুমু'আ
স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি।
প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন:
<http://jumuarkhutba.wordpress.com>

সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকাংশ লোকের মতের বা ভোটের আনুগত্য করতে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে নিষেধ করা হয়েছেঃ

আমাদের মধ্যে যারা ভুল করে গণতন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত কম দোষের মনে করেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আরোহণ করে দ্বীন কায়িম করবেন বলে ঐ প্রক্রিয়ার সাথে নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে জড়িয়ে ফেলেছেন, তাদের ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা আল আন'আম এর ১১৪-১১৭ নং আয়াত পেশ করছিঃ

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ () وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ () وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ () إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

অর্থঃ “(তুমি বলো) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, অথচ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা (আল কুরআন) নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (হে মুহাম্মাদ) দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা যদি তুমি মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালা পথ

থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; কেননা এরা নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে, (অধিকাংশ ব্যাপারে) এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেই না। তোমার মালিক নিসন্দেহে (এ কথা) ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপদগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী- তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন।” (সূরা আল আন’আম ৬:১১৪-১১৭)

এ আয়াত গণতন্ত্রকে গোমরাহির পথ বলে চিহ্নিত করে; কারণ গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ নয়, বরং সমাজের অধিকাংশের ধারণা-কল্পনার অনুসরণ।

জনগণকেও সাবধান করা হয়েছে যেন তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত গ্রহণ করার জন্য রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চাপ প্রয়োগ না করে বা পরামর্শ না দেয়। কারণ তাতে তোমাদেরই অসুবিধা হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

অর্থঃ “তোমরা জেনে রাখো, (সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্যে) তোমাদের মাঝে (এখনো) আল্লাহর রাসূল মজুদ রয়েছে; (আর) আল্লাহর রাসূল যদি অধিকাংশ ব্যাপারে তোমাদের মতেরই অনুসরণ করে চলে, তাহলে তোমরা (এর ফলে) সংকটে পড়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (তা চাননি বলেই) তোমাদের অন্তরে সে ঈমানকে (আকর্ষণীয় ও) শোভনীয় বিষয় করে রেখে দিয়েছেন, আবার তোমাদের কাছে কুফরী, সত্যবিমুখতা ও গুনাহের কাজকে অপ্রিয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় করে দিয়েছেন; এরাই হচ্ছে সঠিক পথের অনুসারী।” (সূরা আল হুজরাত ৪৯: ৭)

গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতামতের অনুসরণ করতে নিষেধ হওয়ার কারণ সমূহঃ কুর’আনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “তুমি কি (তাদের পরিণতি) দেখোনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, অথচ তারা (সংখ্যায়) ছিলো হাজার হাজার, তাদের (এ কাপুরুষোচিত আচরণে রুষ্ট হয়ে) আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা নিপাত হয়ে যাও, (এক সময় তাদের বংশধররা সাহসিকতার সাথে যালিমদের মোকাবেলা করলো)। আল্লাহ তায়ালাও এর পর তাদের (সামাজিক ও রাজনৈতিক) জীবন দান করলেন; আল্লাহ তায়ালা (এ ধরনের সাহসী) মানুষদের ওপর (সর্বদাই) অনুগ্রহশীল; কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এ জন্যে) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।” (সূরা আল বাক্বারা ২: ২৪৩)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفَيْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا
بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “তারা তোমার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, এ দিনটি কখন সংঘটিত হবে; তুমি (তাদের) কলো, এ জ্ঞান তো (রয়েছে) আমার মালিকের কাছে, এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না, (তবে) আকাশমন্ডল ও যমীনের জন্যে সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা; এটি তোমাদের কাছে একান্ত আকস্মিকভাবেই; তারা (এ প্রশ্নটি এমনভাবে) জিজ্ঞেস করে যে, মনে হয় তুমি বিষয়টি সব কিছু জানো; (তাদের) বলো, কিয়ামতের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় আছেই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এ সত্যটুকু) জানে না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭:১৮-৭)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَإِنَّ لَهُ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “অতপর যে ব্যক্তি তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা সুস্পষ্ট (কুরআনের) প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং তা সে তিলায়াত করে, (যার ওপর স্বয়ং) তাঁর পক্ষ থেকে সে (মুহাম্মাদ) সাক্ষী (হিসেবে মজুদ) রয়েছে, (তদুপরি রয়েছে) তার পূর্ববর্তী মূসার কিতাব, (যা তাদের জন্যে) পথপ্রদর্শক ও রহমত; এরা এর ওপর ঈমান আনে; (মানব) দলের মধ্যে যে অতপর একে অস্বীকার করবে তার প্রতিশ্রুতি স্থান হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন, সুতরাং তুমি সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দিগ্ধ হয়ো না, এ সত্য হচ্ছে তোমার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনে না।” (সূরা আল হুদ ১১: ১৭)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিলো সে (তাকে নিজ ঘরে এনে) তার স্ত্রীকে বললো, সম্মানজনক ভাবে এর থাকার ব্যবস্থা করো, সম্ভবত (বড় হয়ো) সে (কোনোদিন) আমাদের উপকারে আসবে, অথবা (ইচ্ছা করলে) তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি; এভাবেই (একদিন) আমি (মিসরের) যমীনে ইউসুফকে (সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দান করলাম, যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি; আল্লাহ তায়ালা (সব সময়ই) স্বীয় এরাদা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ মানুষ (এ কথাটা) জানে না। (সূরা আল ইউসুফ ১২: ২১)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি; (ইবরাহীমের সন্তান ও তাঁর অনুসারী হিসেবে) এটা আমাদের শোভা পায় না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য

কিছুকে শরীক করবো; (তাওহীদের) এ (উত্তরাধিকার) হচ্ছে আমাদের ওপর এবং মানুষের ওপর আল্লাহর তায়ালার এক (মহা) অনুগ্রহ, কিন্তু (আমাদের) অধিকাংশ মানুষই (এ জন্যে আল্লাহ তায়ালার) কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।” (সূরা আল ইউসুফ ১২: ৩৮)

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “অতপর তারা মিসরে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করলো যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনোই কাজে আসেনি, তবে (হ্যাঁ) এটা ছিলো ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা, যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিলো, অবশ্যই সে ছিলো অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি, কেননা তাকে আমিই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” (সূরা আল ইউসুফ ১২: ৬৮)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

(সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৩) (এ সত্ত্বেও) অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যতোই তুমি অনুগ্রহই পোষন করোনা, তারা কখনো ঈমান আনার মতো নয়।” (সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৩)

المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “আলিফ লা- ম মী- ম রা। এগুলো হচ্ছে (আল্লাহর) কিতাবের আয়াত এবং যা কিছু তোমার মালিকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে তা (সবই) সত্য, যদিও অধিকাংশ মানুষই এর ওপর ঈমান আনে না।” (সূরা আর রা’দ ১৩: ১)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “এরা আল্লাহ তায়ালার নামে শক্ত (ধরনের) শপথ করে বলে, যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তাকে আল্লাহ তায়ালা কখনো (দ্বিতীয় বার) উঠিয়ে আনবেন না; (হে নবী, তুমি বলো,) হ্যাঁ, (অবশ্যই এটা) তাঁর সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।” (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৮)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

অর্থঃ “আমি এ কুরআনের মধ্যে মানুষদের (বোঝানোর) জন্যে সব ধরনের উপমা দ্বারা (হিদায়াতের বাণী) বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না।” (সূরা বানী ইসলাঈল ১৭: ৮৯)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

অর্থঃ “আমি বার বার এ (ঘটনা) টি তাদের মাঝে সংঘটিত করি, যাতে করে তারা (এ বিষয়টি থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আমার অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু করতে অস্বীকার করলো।” (সূরা আল ফরকান ২৫: ৫০)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ “অতএব (হে নবী), তুমি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের ওপর কাযিম রাখো; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন (মনে রেখো); আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।” (সূরা আর রুম: ৩০: ৩০)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “(হে নবী,) আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না।” (সূরা আস সাবা ৩৪ : ২৮)

قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “(হে নবী) তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযিক প্রশস্ত করে দেন, (যাকে ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (এটা) বুঝে না।” (সূরা আস সাবা ৩৪: ৩৬)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

অর্থঃ “তাদের আগে (তাদের) পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোকও (এভাবে) গোমরাহ হয়ে গিয়েছিলো।” (সূরা আস সাফফাত ৩৭: ৭১)

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “নিসন্দেহে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষকে (দ্বিতীয় বা) সৃষ্টি করা অপেক্ষা বেশী কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।” (সূরা আল গাফির ৪০: ৫৭)

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বিশ্বাস করে না।” (সূরা আল গাফির ৪০: ৫৯)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “আল্লাহ তায়ালা- যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং দিনকে পর্যবেক্ষণকারী আলোকোজ্জ্বল করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।” (সূরা আল গাফির ৪০: ৬১)

قُلِ اللَّهُ يُخَيِّكُم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “(হে নবী) তুমি (এদের) বলো, আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন, তিনিই (আবার) কিয়ামতের দিন তোমাদের পুনরায় একত্রিত করবেন, এটা (সংঘটিত) হবার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই, কিন্তু (তারপরও) অধিকাংশ মানুষ (এ সম্পর্কে কিছুই) জানে না।” (সূরা আল জাসিয়া ৪৫: ২৬)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ “বলুন: হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান।” (সূরা আল মায়িদাহ ৫: ৫৯)

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ “আমি তোমাদের কাছে সত্যধর্ম পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যধর্মে নিস্পৃহ!।” (সূরা আয-যুখরুফ ৪৭: ৭৮)

أَوْكَلِمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।” (সূরা আল বাক্বারা ২: ১০০)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

অর্থঃ “তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে-কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী।” (সূরা আল ইমরান ৩: ১১০)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ فَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “তারা বলে: তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন: আল্লাহ নিদর্শন অবতরণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আল আন’আম ৬ : ৩৭)

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ
يَجْهَلُونَ

অর্থঃ “ আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্থ।” (সূরা আল আন’আম ৬: ১১১)

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ “ আল্লাহ্ ‘বহিরা’ ‘সায়েরা’ ‘ওসীলা’ এবং ‘হামী’ কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।” (সূরা আল মায়িদাহ ৫: ১০৩)

ثُمَّ لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

অর্থঃ “ এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭: ১৭)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

অর্থঃ “ আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি হুকুম অমান্যকারী।” (সূরা আল আ’রাফ ৭:১০২)

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহ্রই এলেমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না।” (সূরা আল আ’রাফ ৭: ১৩১)

وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়।” (সূরা আল আনফাল ৮: ৩৪)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضَوْنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ “ কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না । তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ।” (সূরা আত্ তাওবাহ ৯: ৮)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থঃ “ বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না । আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে ।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৩৬)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ শূনে রাখ, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহর । শূনে রাখ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য । তবে অনেকেই জানে না ।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৫৫)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “ আর আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত সম্পর্কে? আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না ।” (সূরা আল ইউনুস ১০: ৬০)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

অর্থঃ “ অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে ।” (সূরা আল ইউসুফ ১২: ১০৬)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوتُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের যে, কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার বুখী দিয়েছি । অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ।” (সূরা আন নাহল ১৬: ৭৫)

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ “ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ ।” (সূরা আন নাহল ১৬: ৮৩)

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

অর্থঃ “ তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে? বলুন, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আন। এটাই আমার সঙ্গীদের কথা এবং এটাই আমার পূর্ববর্তীদের কথা। বরং তাদের অধিকাংশই সত্য জানে না; অতএব তারা টালবাহানা করে।” (সূরা আল আম্বিয়া ২১: ২৪)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে: আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।” (সূরা আন নাহল ১৬: ১০১)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

অর্থঃ “ না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে।” (সূরা আল মু'মিনুন ২৩: ৭০)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

অর্থঃ “ আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং আরও পথভ্রান্ত।” (সূরা আল ফুরক্কান ২৫: ৪৪)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “ নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।” (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ৮,৬৭,১০৩,১২১,১৭৪,১৯০)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “ অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।” (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ১৩৯)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থঃ “ এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।” (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ১৫৮)

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

অর্থঃ “ তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।” (সূরা আশ শু'আরা ২৬: ২২৩)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ বল তো কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্যে পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। অতএব, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আন নামল ২৭: ৬১)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থঃ “ আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (সূরা আন নামল ২৭: ৭৩)

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।” (সূরা আল কাসাস ২৮: ১৩)

وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَتَخَفُ مِنَّا أَرْضُنَا أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হব। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ হরম প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বপ্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আল কাসাস ২৮: ৫৭)

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ “ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না।” (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ৬৩)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ

অর্থঃ “ বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।” (সূরা আর রুম ৩০: ৪২)

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।” (সূরা লুকমান ৩১: ২৫)

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই, বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী।” (সূরা আস সাবা ৩৪: ৪১)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।” (সূরা আল ইয়াসিন ৩৬: ৭)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন: একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন-তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।” (সূরা আয যুমার ৩৯: ২৯)

قَدْ قَالَهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ “মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছে। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।” (সূরা আয যুমার ৩৯: ৪৯)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

অর্থঃ “সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না।” (সূরা আল ফুসসিলাত ৪১: ৪)

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না।” (সূরা আদ দুখান ৪৪: ৩৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنَ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ “যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।” (সূরা আল হুজরাত ৪৯: ৪)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থঃ “গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না । (সূরা আত্ তূর
৫২: ৪৭)

ধারাবাহিক ভাবে...

***** সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলার *****

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“গণতন্ত্র”

একটি কুফরী মতবাদ

পার্ট-৩

সীট নং-১৩

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া,
বরিশাল।
খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

তারিখঃ ০৫. ০৬. ২০০৯

সময়ঃ বাদ জুমু'আ

স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি।

প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন:

<http://jumuarkhutba.wordpress.com>

অল্প সংখ্যক লোকই হাক্কের উপর থাকে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে যেমন অধিকাংশ লোকের খারাবী বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে আবার অল্প সংখ্যক লোকের হাক্ক বা ভালোর উপর থাকার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আমরা তার থেকে কিছু আয়াতে কারীমাহ উল্লেখ করছিঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

অর্থঃ “যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।” (সূরা আল বাকারাহ ২: ৮৩)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

অর্থঃ “তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্পই ঈমান আনে।” (সূরা আল বাকারাহ ২: ৮৮)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

অর্থঃ “মুসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন।” (সূরা আল বাকারাহ ২: ২৪৬)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ فَلَمَّا كَبَّرَ يَدْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ “অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেবুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষঅবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।” (সূরা আল বাকারাহ ২: ২৪৯)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থঃ “কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক।” (সূরা আন নিসা ৪: ৪৬)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ “ অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।” (সূরা আল মায়িদা ৫ : ১৩)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيْثًا

অর্থঃ “ আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে।” (সূরা আন নিসা ৪ : ৬৬)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

অর্থঃ “ অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছাল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম: সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বহেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদি দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন। বলাবাহুল্য অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।” (সূরা আল হুদ ১১ : ৪০)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

অর্থঃ “ কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি গুলির মধ্যে এমন সৎকর্মশীল কেন রইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত; তবে মুষ্টিমেয় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগ বিলাসে মত্ত ছিল যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী।” (সূরা আল হুদ ১১ : ১১৬)

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنُ أَخْرَجَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حِسَابَ لِي فِيهِ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থঃ “সে বলল: দেখুন তো, এনা সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মার্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব।” (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ৬২)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

অর্থঃ “দাউদ বলল: সে তোমার দুশ্চাটিকে নিজের দুশ্চাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল।” (সূরা আস সোয়াদ ৩৮ : ২৪)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ارْمِلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

অর্থঃ “ তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।” (সূরা আস সাবা ৩৪ : ১৩)

হাদীসেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প সংখ্যক লোকদের নাজাতের কথাই বলেছেন, আমরা কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করছিঃ

عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة.

জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “মুসলিমদের থেকে অল্প সংখ্যক লোকই এই দ্বীন বা মাযহাবের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম (কিতাল) চালিয়ে যাবে।” (মুসলিম ২য় খন্ড ১৪৩ পৃঃ)

عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الإسلام بدأ غريباً كما بدأ وهو يارز بين المسجد كما تأرز الحية في جحرها. (رواه مسلم)

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “ নিশ্চয় ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় অর্থাৎ অল্প লোকের মধ্যে ফিরে যাবে, যেভাবে অল্প লোকের দ্বারা সূচনা হয়েছিল এবং সেই অপরিচিত ইসলাম দুই মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদে হারাম বা কা’বা এবং মাসজিদে নববীর মাঝের লোকদের মধ্যে সঠিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে যায়।” (মুসলিম ১ম খন্ড ৮৪ পৃঃ)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء؟ قال اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم. (رواه أحمد)

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “ দ্বীন ইসলামের সূচনা গরীব অবস্থায় ঘটেছে। আর সূচনায় যেমন ঘটেছিল পূর্ণরায় সেরূপ ঘটবে। অতএব ‘গুরাবারাই’ সৌভাগ্যবান। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ গুরাবাদের তাৎপর্য কি? বা গুরাবা কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেনঃ অধিক সংখ্যক দুষ্ট লোকদের মাঝখানে মুষ্টিমেয় সৎলোক । অনুগত দল অপেক্ষা অবাধ্য দলের সংখ্যা বেশী হবে ।” (মুসনাদে আহমাদ ২য় খন্ড ১১৭ ও ২২২ পৃঃ, মিশকাত ২৯ পৃঃ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা (রাঃ) গণ যে দলের অনুসারী ছিলেন একমাত্র সেটিই মুক্তিপ্রাপ্ত দল এবং অধিকাংশ লোকই যে জাহান্নামী ও সামান্য সংখ্যক যে হাক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জলন্ত প্রমাণ নিম্নের হাদীসটিঃ

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على امتي كما اتى على بني إسرائيل وان بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة و تفترق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. (رواه الترمذی)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “অবশ্যই আমার উম্মাতের উপর এমন বিপর্যয় আসবে, যে রূপ অবস্থা হয়েছিল বানী ইসরাঈলীদের ... আর নিশ্চয় বানী ইসরাঈলরা বাহান্নুর দলে বিভক্ত হয়েছিল । আর আমার উম্মাত তিহান্নুর দলে বিভক্ত হবে, তাদের থেকে একদল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে । সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যে দলটি জান্নাতে যাবে সে দল কোনটি? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে দলের উপর আছি, সে দলই জান্নাতে যাবে এবং এ দলের উপর যারা অবিচল থাকবে ।” (তিরমিযি, আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত- ৩০ পৃঃ)

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما انا عليه اليوم واصحابي.

(رواه الطبراني في الصغير)

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “আমার উম্মাত তিহান্নুর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের একদল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামী । সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে জান্নাতি দল কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবারা আজকের দিনে যে পথের উপর অটল আছি সে দলই জান্নাতি ।” (তাবারানি সগীর, মিফতাহুল জান্নাহ- ৫৮ পৃঃ)

চলবে

***** সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার *****

শাসক শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত যেসকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছে তার কিছু উদাহরণ

প্রশ্ন: শাসক শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত যেসকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছে তার কিছু উদাহরণ দিবেন কি?

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই। শাসক শ্রেণীর লোকেরা তাদের মানব রচিত সংবিধানের সাথে আল্লাহর নাজিলকৃত আইনের যেসব ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ মনে করেছে সেখানেই তারা আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে তাদের মানব রচিত আইনকে বহাল রেখেছে। আর একথা তারা কোন গোপনে করে না বরং তাদের সংবিধানে লিখিত ভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করে থাকে। যেমন বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭' এর দ্বিতীয় ধারাতে বলা হয়েছে, 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' ^১ সংবিধানের এই ধারা অনুযায়ী আল্লাহর বিধানের মধ্য থেকে যেই সমস্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় সেগুলো বাতিল বলে গণ্য হবে। শাসকগোষ্ঠী সে সকল বিধান বাতিল করেছে তার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হলো:

আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাঃ

প্রথমেই তারা আঘাত হেনেছে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তথা সার্বভৌমত্বের উপর। যেমন বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ এর ১ এ বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। অথচ ইসলাম বলে

সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [১৭:১]

অর্থ: "বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।" ^২

১. 'বাংলাদেশের সংবিধান ও সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' চতুর্দশ সংশোধনী পরবর্তী প্রকাশিত, এম.এ.সালাম রচিত, কালার সিটি কত্ক মুদ্রিত, পৃষ্ঠা নং: ৯।

২. সূরা মূলক ৬৭:১।

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করেন:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ يَدُكَ
الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [৩:২৬]

অর্থ: "বল, 'হে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।" ৩

মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারীকে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. মদ, জুয়া, মূর্তি, লটারীকে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[৫:৯০] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [৫:৯১]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?" ৪

এটা হচ্ছে আল্লাহর বিধান অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্কুল-কলেজের সামনে মূর্তি তৈরী করে গোটা জাতীকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বানের নামে মুসলিম জাতিকে অগ্নিপূজায় অভ্যস্ত করা হচ্ছে।

৩. সূরা আল ইমরান ৩:২৬।

৪. সূরা মায়িদা ৫:৯০-৯১।

সুদ কে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. সুদ কে হারাম করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ [২:২৭০]

অর্থ: "আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" ৫

শুধু তাই নয় সুদের কারবারে জড়িত থাকাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার শামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [২:২৭৮] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [২:২৭৯]

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের উপর যুলম করা হবে না।" ৬

অথচ আমাদের দেশে সুদকে লাইসেন্স দিয়ে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, রূপালি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক সহ সকল ব্যাংক সুদের কারবার করছে। এটা তাদের জন্য বৈধ কারণ সরকার লাইসেন্স দিয়েছে। তবে কেউ যদি লাইসেন্স বিহীন ব্যক্তিগত ভাবে সুদের কারবার করে তা সরকারী আইনে অবৈধ কারণ সেখানে সরকার সুদের ভাগ পায় না। লাইসেন্স থাকলে সরকার সুদের ভাগ পায়। এভাবে আল্লাহর হারামকৃত সুদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল করে দেওয়া হচ্ছে।

৫. সূরা আল বাকারা ২:২৭৫।

৬. সূরা আল বাকারা ২:২৭৮-২৭৯।

পর্দার বিধানকে পরিবর্তনঃ

আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে নারীদেরকে পর্দা করতে নির্দেশ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ [৩৩:৩৩]

অর্থ: "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না।" ৭

বর্তমান সমাজে ইভটিজিং একটি বড় সমস্যা এটা বন্ধ করার জন্য সরকারী, বেসরকারীভাবে নানা প্রপাগান্ডা করা হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন পর্দার বিধান কায়েম করলে কোন প্রকার ইভটিজিং, নারী উজ্জ্বলকরণ থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [৩৩:৫৯]

অর্থ: "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিননারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের ৭ কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পস্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" ৮

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে সকল নারীগণ পর্দা করবে তাদেরকে কেউ উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। ইভটিজিং করতে পারবে না। এটা ইভটিজিং বন্ধ করার জন্য আল্লাহর বিধান। অথচ আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকে রায় দেওয়া হয়েছে "পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না"। সুতরাং যারা আদালতের রায়ের মাধ্যমে পর্দার বিধান কে বাতিল করেছে তারা নিজেরাই 'ইলাহ' এবং 'রব' বনে গেছে।

৬. সূরা আহযাব ৩৩:৩৩।

৭. জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

৮. সূরা আহযাব ৩৩:৫৯।

জিনা-ব্যভিচারকে বৈধ করাঃ

পবিত্র কুরআনে জিনা-ব্যভিচারকে হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [১৭:৩২]

অর্থঃ "আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, নিশ্চয় তা অশীল কাজ ও মন্দ পথ।" ৯

অপর আয়াতে জিনা-ব্যভিচারে শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [২৪:২]

অর্থঃ "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ"টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আলাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে।" ১০

আর যদি ব্যভিচারিণী বা ব্যভিচারী বিবাহিত হয় তাহলে তাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ وَاسِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - اللَّهُ - رَسُولَ عَلَمٍ نَّبِيٍّ جَالِسٍ وَهُوَ الْخَطَّابُ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَقُولُ عَبَّاسُ بْنُ اللَّهِ - عَبْدُ عَنْ
الرَّجْمِ فَأَنَّهَا آيَةٌ عَلَيْهِ أَنْزَلَ مِمَّا فَكَانَ الْكِتَابَ عَلَيْهِ وَأَنْزَلَ بِالْحَقِّ وَاسِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - اللَّهُ - مُحَمَّدًا بَعَثَ قَدْ اللَّهُ
يَقُولُ أَنْ زَمَانٍ بِالنَّاسِ طَالِ إِنَّ فَأَخْشَى بَعْدَهُ وَرَجَمْنَا وَاسِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - اللَّهُ - رَسُولَ فَرَجَمَ وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا
أَخْصَنَ إِذَا زَنَى مَنْ عَلَى اللَّهِ حَقُّ كِتَابٍ فِي الرَّجْمِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا فَرِيضَةً يَتْرُكُ فَيَضِلُّوا اللَّهُ - كِتَابِ الرَّجْمِ نَجِدُ مَا قَائِلُ
الْإِعْتِرَافُ أَوْ الْحَبْلُ أَوْ كَانَ الْبَيْتَةُ قَامَتْ إِذَا وَالنِّسَاءِ الرَّجَالِ مِنْ

অর্থঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিস্বরের উপর বসা অবস্থায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন এবং তার উপর কিতাব নাযিল করেছেন আর তার উপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছিল তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল আমরা তা পড়েছি, মুখস্ত করেছি এবং অনুধাবন করেছি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৯. সূরা ইসরা ১৭:৩২।

১০. সূরা নূর ২৪:২।

তবে আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সময় আসবে যে, লোকেরা বলবে; "আমরা আলাহর কিতাবে রজমের বিষয়ে কোন আয়াত পাইনি"। পরবর্তীতে তারা পথভ্রষ্ট হবে আলাহ তা'আলার নাযিলকৃত ফরজ বিধান পরিত্যাগ করার কারনে। নিশ্চই আলাহর কিতাবের বিধান রজম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ঐ সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার উপর যারা বিবাহের পর যিনায় লিপ্ত হইবে। এবং তাদের এই যিনা দলিলের মাধ্যমে প্রমানিত হইবে অথবা মহিলার গর্ভ প্রকাশিত হইবে অথবা তাদের কেউ সেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিবে।" ১১

কিন্তু ইসলামের এই বিধানকে বর্তমান শাষণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে। লাইসেন্স থাকার শর্তে পতিতাবৃত্তিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ায় নানা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্ষণের যতটুকু শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তাও বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। যদি বিচার হয়ও তাহলে ইসলামি বিধান বাতিল করে লোক দেখানো কয়েক দিনের কারা ভোগের বিধান রাখা হয়েছে। অথচ ইসলামের বিধান ছিল এই পাপীকে জনসম্মুখে এনে পাথরাঘাতে হত্যা করা হবে অথবা ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা নিয়ে বিরত থাকে।

চোরের বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাতিল করাঃ

আল্লাহ সুব. পবিত্র কুরআনে চোরের শাস্তির সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [৩:৩৮]

অর্থ: " আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আলাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" ১২

এ আইন বাস্তবায়ন করলে দেশে চোর থাকতে পারে না। সোনার বাংলা ও সোনার মদিনায় এখানেই পার্থক্য। সোনার মদিনায় আযান হয়ে গেলে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত একটি কাল পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খোলা রেখে লোকেরা মসজিদে চলে যেত। কোন প্রকার চোরের ভয় থাকতো না। অথচ সোনার বাংলায় ভাল জুতা নিয়ে মসজিদে গেলে সালাতের পরে তা আর খুজে পাওয়া যায় না।

এ পার্থক্য এ জন্য যে, সোনার মদিনায় চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর ছিল। আর সোনার বাংলায় এ আইনকে বর্বর ও মধ্যযুগীয় আইন বলে বাতিল করা হয়েছে। অথচ আলাহর আইন বাতিল করার অধির কারো

১১. সহীহ বুখারী ৬৮৩০; সহীহ মুসলিম ৪৫১৩; মুসনাদে আহমদ ৩৯১।

১২. সূরা রা'দ ১৩:৪১।

নেই। কারণ আল্লাহ সুব. বলেন:- لِحُكْمِهِ مُعَقَّبٌ لَا يَحْكُمُ اللَّهُ (আর আলাহ- ই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই ১৭)

এজন্যই রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশ বংশের শাখা বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করার পর তার হাত না কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করা হলে তিনি তা কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। যা নিম্নের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ فِيهَا يُكَلِّمُ وَمَنْ فَقَالُوا سَرَقَتْ الَّتِي الْمَخْزُومِيَّةُ الْمَرْأَةُ شَأْنُ أَهْمَهُمْ فَرِيشًا أَنَّ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةُ عَنْ فَقَالَ لَأُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ حَبُّ زَيْدِ بْنِ أَسَامَةَ إِلَّا عَلَيْهِ يَجْتَرِي وَمَنْ فَقَالُوا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ إِذَا كَانُوا أَنَّهُمْ قَبْلَكُمْ الَّذِينَ أَهْلَكَ إِنَّمَا قَالَ ثُمَّ فَاخْتَطَبَ قَامَ ثُمَّ اللَّهُ حُدُودٍ مِنْ حَدٍّ فِي أَنْشَفَعُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ لَقَطَعْتُ سَرَقَتْ مُحَمَّدٌ بِنْتُ فَاطِمَةَ أَنَّ لَوْ اللَّهُ وَائِمُ الْحَدِّ عَلَيْهِ أَقَامُوا الضَّعِيفُ فِيهِمْ سَرَقَ وَإِذَا تَرَكَوهُ الشَّرِيفُ فِيهِمْ سَرَقَ يَذَّهَا

অর্থ: "আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বলল মহিলার ব্যাপারে কে আলাহর রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করবে? এরপর তারা বলল আলাহর রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই দুঃসাহস করতে পারে না। তখন উসামা (রা.) রাসুল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তুমি কি আলাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতপর তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধবংস হয়েছে এজন্য যে যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার উপর আলাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করত। আলাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।" ১৪

সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে আলাহর আইনকে বাতিল করাঃ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুব. মুসলিমদের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন। ইসলামের বিধান হলো সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বোন তার ভাইয়ের অর্ধেক পাবে। ইরশাদ হচ্ছে:

১৩. এই ৭১ সূরা মায়িদা ৫:৩৮।

১৪. সহীহ বুখারী ৩৪৭৫।

[٤:١١] يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ।" ১৫

কিন্তু বর্তমানের আল্লাহদ্রোহী বিচার ব্যবস্থা আল্লাহর এই বিধানকে ইনসার্পরিপস্থি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তা বাতিল করে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলামি আকিদার একটি মৌলিক বিষয় হলো, কোন বিষয় যদি যুক্তিহীন মনে হয় তবুও তা মাথা পেতে নিতে হবে। তার বিরোধিতা করা যাবে না।

আর সম্পত্তি বন্টনের এই বিধান তো যুক্তির বাহিরে নয়। কারণ ইসলাম যদিও ছেলেকে এক ক্ষেত্রে বেশী সম্পদ প্রদান করেছে। কিন্তু মেয়ে মূলত ছেলের থেকে বেশীই পায়।

ইসলাম মেয়ের ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা, নিরাপত্তাসহ যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব দিয়েছে ছেলেদের উপর। এ ক্ষেত্রে তার কোন ব্যয় নেই। বরং উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পুরো সম্পদই তার অবশিষ্ট থেকে যায়। অপর দিকে ছেলেরা যেই সম্পদ পায় তার পুরোটাই খরচ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। কারণ তার উপর তার স্ত্রী, সন্তানাদী, পিতা-মাতা সকলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। তাই যদিও বাহ্যিক ভাবে দেখা যায় ছেলেকে সম্পত্তি বেশি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবে সে মেয়ের তুলনায় কম সম্পত্তির মালিক হয়।

<http://markajululom.com/>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সকল বিধান বাতিল করো* অহীর বিধান কায়েম করো

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহু।

আল্লাহ (সুব.) মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাহার আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত (দাসত্ব) করবে।’ (সূরা জারিয়াত, ৫১:৫৬)

আর আল্লাহর ইবাদত করতে হবে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) বলেন—

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ কর। (সূরা আহযাব, ৩৩:২)

অহীর বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত কোনো আইন বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কোনো অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন—

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

‘জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই (সৃষ্টি যার আইন তার)।’ (সূরা আহযাব, ৭:৫৪)

এ কারণেই আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প কোনো আইন তৈরী করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।’ (সূরা শূরা ৪২:২১) অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ يَخْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

‘আল্লাহই হুকুম করেন (বিধান দেন), তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই’ (সূরা রাদ, ১৩:৪১)

আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের নামই হলো আল কুরআন। এই কুরআনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এই কুরআনের মাধ্যমেই সকল প্রকার বিচার ফায়সালা করতে হবে। এটাই কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

‘নিশ্চয়, আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।’ সূরা নিসা, ৪:১০৫।

এ আয়াতে আল্লাহ (সুবঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন তাবিজ লিখার জন্য বা মেশক-জাফরান দিয়ে লিখে ধুয়ে খাওয়ার জন্য বা কেউ মারা গেলে সামান্য পয়সার বিনিময়ে খতম পড়ানোর জন্য নয়। বরং এটি নাযিল করা হয়েছে মানব জাতির মধ্যে বিচার ফায়সালা করার জন্য।

সুতরাং যেসকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট বিধান রয়েছে সেসকল বিষয়ে কোনো মানুষের আইন রচনা করা বা মানব রচিত আইনে বিচার ফায়সালা করার অধিকার নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

‘আর আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।’ (সূরা আহযাব, ৩৩:৩৬)

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে মুমিন দাবী করে, আবার তাদের অনেকে হয়তো সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত সহ বিভিন্ন ইবাদতও করে। কিন্তু আল্লাহর আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করা পছন্দ করে না। এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে যতই দ্বীনদার, মুমিন, মুসলিম দাবী করুক না কেনো আল্লাহর কাছে তারা মোটেই মুমিন হিসাবে বিবেচিত নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুবঃ) ইরশাদ করেছেন—

وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

‘আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়।’ (সূরা বাকারা, ২:৪৮)

এ আয়াতে বলা হয়েছে তারা মুমিন নয়। কিন্তু কেনো মুমিন নয় তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ (সুব.) বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।’ (সূরা নিসাঃ ৪:৬৫)

এ আয়াতে বিশেষভাবে বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের সিদ্ধান্ত মেনে না নিলে তাকে মুমিন বলা হয়নি। শুধু মেনে নেওয়াই নয়, বরং যদি মনের ভিতরে কোনো প্রকার দ্বিধা-দন্দ্ব ও সংশয় থাকে তাহলেও আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। এ কারণেই যারা মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলেছেন এবং যারা তাদের কাছে বিচার নিয়ে যায় তাদের চরমভাবে তিরস্কার করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا لَكِنَّمَا أَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা ত্বা-গুতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।’ (সূরা নিসা, ৪৬০)।

এ আয়াতে ত্বা-গুতের আদালতে বিচার প্রার্থীদের ঈমানের দাবীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আর যারা মানব রচিত আইনে বিচার-ফায়সালা করে তাদেরকে ত্বা-গুত বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে এ ধরনের বিচারকদের কাফির-ফাসিক ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে— ‘وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ’ ‘আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তাহাই কাফির’ (সূরা মায়দা, ৫৪৪)। এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কাফির বলা হয়েছে। অপর আয়াতে জালিম বলা হয়েছে— ‘وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ’ ‘আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তাহাই জালিম।’ (সূরা মায়দা, ৫৪৫) পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে ফাসিক বলা হয়েছে— ‘وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ’ ‘আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তাহাই ফাসিক।’ (সূরা মায়দা, ৫৪৭)

কেউ হয়তো বলতে পারে যে, এরা যদিও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন করে না, কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তো তারা অস্বীকার করে না। বরং অনেকে যথেষ্ট আমল করে। এদের ব্যাপারে কুরআনের ফায়সালা কি? এদের ব্যাপারে কুরআনের এ আয়াতটিই যথেষ্ট—

أَفْتُمُونَنَّا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।’ (সূরা বাকারা, ২৮৫)।

এ জাতিয় লোকেরা নিজেদের মধ্যমপন্থী বলে দাবী করে। অর্থাৎ কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মানে, আর কিছু ক্ষেত্রে মানব রচিত বিধান মানে। এরা ইসলাম ও কুফরের মাঝে তৃতীয় একটি রাস্তা তৈরি করতে চায়। আল্লাহ (সুবঃ) এ প্রকার লোকদের সম্পর্কে বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি’ এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তাহাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।’ (সূরা নিসা, ৪১৫০, ১৫১) সুতরাং যারা ধর্মীয় জীবনে মুসলিম দাবী করে আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম নিরপেক্ষ বলে দাবী করে অথবা ধর্মকে মসজিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মানুষের তৈরি করা মনগড়া আইন-বিধান দিয়ে পরিচালনা করার মাধ্যমে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার পক্ষে তাদের প্রকৃত অবস্থা এ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তাহাই প্রকৃত কাফির।

মূলত: এরা ধর্মীয় জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আলাদা জ্ঞান করে ধর্মীয় জীবনে এক আল্লাহর ইবাদত করে আর রাষ্ট্রীয় জীবনে আরেক আল্লাহর ইবাদত করে। মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, রমজান মাসে সিয়াম পালন করা, আর মক্কা গিয়ে হজ্জ করার মাধ্যমে এক আল্লাহর ইবাদত করে। আর ব্যাংকে আদালতে, সংসদে, বঙ্গভবনে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আরেক আল্লাহর ইবাদত করে। অথচ আল্লাহ (সুব.) দুই আল্লাহর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارَهُونَ

‘তুমি তো কেবল এক ইলাহ।’ সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।’ (সূরা নাহল, ১৬:৫১)

তাই প্রকৃত মুমিন তাহাই যারা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِن صَّلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

‘বল, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’। ‘তঁার কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম’।’ (সূরা আনআম, ৬:১৬২-১৬৩) আল্লাহ (সুব.) আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া

(মাদরাস ও মসজিদ কমপ্লেক্স)

মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড,

মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন

www.jumuarkhutba.wordpress.com

www.furqanmedia.wordpress.com

www.khutbatuljumua.wordpress.com

www.markajululom.com

পীরদের ভ্রান্ত আকীদা

প্রশ্ন: পীর-মাশায়েখ নামধারী এক শ্রেণীর ধর্মীয় আলেম সম্প্রদায় আল্লাহর নাজিলকৃত যে সকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছেন তার কিছু উদাহরণ দিবেন কি?

উত্তর: হ্যা! অবশ্যই। পীর-মাশায়েখ নামধারী এক শ্রেণীর আলেমগণ আল্লাহর নাজিলকৃত যেসকল আইন-বিধানকে বাতিল করেছেন তার কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে পেশ করা হলো।

শরিয়াহ মানার প্রয়োজন:

কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সহীহ আকীদাহ হলো আল্লাহ (সুব:) কর্তৃক প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (সা:) কর্তৃক প্রদর্শিত শরিয়ার আইন-বিধান কঠোরভাবে মান্য করা জরুরী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) বলেন:

وَلَا الدِّينَ أَقْبَمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ وَصَّيْنَا مَا الدِّينَ مِنْ لَكُمْ شَرَعَ فِيهِ تَنْفَرُوا

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; (তা হচ্ছে এই জীবন ব্যবস্থা) যার ব্যাপারে তিনি নূহ (আ:) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর আমি (আল্লাহ) তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এই ব্যাপারে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা শু'রা ২৬:১৩)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ (সুব:) জীবন ব্যাবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এবং ঐ জীবন ব্যাবস্থাই কায়েম করা আদেশ করেছেন। সুতরাং মুসলিমের কর্তব্য হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ব্যাবস্থাই পালন করবে এবং কায়েম করবে। অন্য কারো হুকুম যদি আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হয় তাহলে তা প্রত্যাখান করবে।

কিন্তু পীর-মাশায়েখগণ বলেন: পীর যদি হুকুম করেন তা মানতে হবে যদিও আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের প্রকাশ্য বিরোধী হয়। যেমন চরমোনাই পীর বলেন:

منزل و رسم زراه به و د نه به عذ بر سالک که وید مغال به یر گ رت ک ن رذ گن سجاده به می

অর্থ: "কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব দ্বারাও জায়নামাজ রঙ্গিন করিয়া তাহাতে নামাজ পড়। অর্থাৎ শরীয়তের কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোন হুকুম দেন, যাহা প্রকাশ্যে শরীয়তের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তাহা নিরাপত্তিতে আদায় করবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরী করিয়াছেন। তিনি তাহার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালমন্দ সব চিনেন, কম বুকের দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি উহা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে খেলাফ নহে।" ('আশেক মাশুক' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত ৩৫ নং পৃষ্ঠায়।)

অথচ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সা:) এর হুকুমের বিরুদ্ধে কারো হুকুম মানার কোন সুযোগ নেই। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

الْخَالِقِ مَعْصِيَةٍ فِي لِمَخْلُوقٍ طَاعَةٌ لَا وَسْلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَتْ نِحْصِيذُ أُمِّ عَنْ

অর্থ: "উম্মে হুসাইন (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন: স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না"। (জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু'জামুল কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: ১৪৮৭৫।)

এছাড়া নিম্নের হাদীসটিতে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে:

يَسْمَعُوا أَنْ وَأَمَرَهُمُ الْأَنْصَارُ مِنْ رَجُلًا عَلَيْهِمْ عَمَلٌ وَاسْتَسْرِيَةً -و سلم عليه الله صلى الله عليه وسلم- رَسُولُ قَالَ قَالَتْ نِحْصِيذُ أُمِّ عَنْ رَسُولُ بِأَمْرِكُمْ أَلَمْ قَالَ ثُمَّ فَأَوْقَدُوا نَارًا أَوْقَدُوا قَالَ ثُمَّ لَهُ فَجَمَعُوا حَطَبًا لِي أَجْمَعُوا فَقَالَ شَيْءٌ فِي فَأَغْضَبُوهُ وَبُطِيعُوا لَهُ فَقَالُوا بَعْضٌ إِلَى بَعْضِهِمْ فَتَنَزَّرَ قَالَ فَادْخُلُوهَا قَالَ بَلَى قَالُوا وَتُطِيعُوا لِي تَسْمَعُوا أَنْ -و سلم عليه الله صلى الله عليه وسلم- رَجَعُوا فَلَمَّا النَّارُ نَتَوَطَّفُ غَضَبُهُ وَسَكَنَ كَذَلِكَ فَكَانُوا النَّارِ مِنْ -و سلم عليه الله صلى الله عليه وسلم- الْمَعْرُوفِ فِي الطَّاعَةِ إِنَّمَا مِنْهَا خَرَجُوا مَا دَخَلُوهَا لَوْ فَقَالَ وَ سَلِمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لِلنَّبِيِّ ذَلِكَ ذَكَرُوا

অর্থ: "আলী (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। এবং সাহাবীদেরকে তার কথা শুনা ও মানার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতপর তাদের কোন আচরণে সেনাপতি রাগ করলেন। তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন। সকলে লাকড়ি জমা করলো এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন। সকলে আগুন জ্বালালো। তারপর সেনাপতি বললো রাসূলুল্লাহ (সা:) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার নির্দেশ দেন নাই? সকলেই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। সাহাবীগণ একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। এবং বললেন, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে এসেছি। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তার রাগ ঠান্ডা হলো এবং আগুনও নিভে গেল। যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে উপস্থাপন করা হলো। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন 'তারা যদি আমীরের কথা মতো আগুনে ঝাঁপ দিতো তাহলে তারা আর কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই।' (সহীহ মুসলিম হা:নং: ৪৮৭২, সহীহ বুখারী হা: নং: ৪৩৪০, সহীহ মুসলিম বাংলা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কত্ক তরজমা; হা: নং: ৪৬১৫।)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরুদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না। অথচ পীর সাহেবদের কাছে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত এসকল বিষয়ের কোনই গুরুত্ব নেই। এমনকি তাদের ধর্ম ও মাযহাব ভিন্ন বলে তারা দাবী করে থাকে। যেমন: 'ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা' এর ৭২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

خدا ست مذهب و ملت را شقان عاجداست مذهب و ملت را عاشقان

অর্থ: "মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেন: প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব ভিন্ন। তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা'বুদ কেন্দ্রিক।"

উল্লেখ্য যে, সকল মুসলিমদের দ্বীনই আল্লাহ কেন্দ্রিক এবং আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে গোপন কোন বিষয় নেই বরং দ্বীনে ইসলাম স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার একটি ধর্ম। তাহলে পীর সাহেবরা খোদা কেন্দ্রিক কোন ধর্মের কথা বলতে চাচ্ছেন যা অন্যদের ধর্ম থেকে আলাদা? তাহলে দ্বীনে ইসলামের মধ্যে এমনো কোন বিষয় আছে কি যা রাসূলুল্লাহ (সা:) উম্মতের সকলের সামনে প্রকাশ করেননি? এটাতো শীয়াদের বক্তব্য। পীর সাহেবরাও কি শীয়াদের মতাদর্শকে সমর্থন করছে?

তাছাড়া ছয় লতিফা সম্পর্কে চরমোনাইয়ের পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বলেন, 'ছয় লতিফার কথা কুরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে আল্লাহ পাকের ওলীগণ আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসাবে ইহা বাহির করিয়াছেন। যদি লতিফার ছবক আদায় করিতে চান, তবে একজন উপযুক্ত পীরের দরবারে থাকিতে হইবে। ('ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' পৃষ্ঠা নং: ৫০।)

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ (সুব:) কে পাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা:) কি কোন রাস্তা বলে দেননি? যদি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নতুন করে রাস্তা বানানোর দরকার পরলো কি? তাছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা উম্মতের সামনে স্পষ্ট করে দেয়া সাধারণ কোন শাখাগত বিষয় নয় যে, বিষয়টি উম্মতের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ:

কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ফরজ বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ (সুব:)। ইরশাদ হচ্ছে: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** অর্থ: "বিধান দিবার অধিকার আল্লাহরই।" (সূরা ইউসুফ ১২:৪০) আল্লাহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেছেনঃ **وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ الْأَمْرُ** অর্থ: "জেনে রেখো সৃষ্টি এবং বিধান তাঁরই।" (সূরা আরাফ ৭:৫৪।)

পীর-সূফীদের আকীদাহ হলো পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ। যেমন চরমোনাইয়ের পীর সাহেব 'মাওয়ায়েজে এসহাকিয়া' নামক কিতাবে বলেন: 'পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ'। তিনি আরও বলেন, 'যদি কারো দুইজন পীর হয় তবে দুই পীর তোমার দুই ডানা ধরে বেহেশতে নিয়ে যাবেন। কোনই ক্ষতি নাই।' ('মাওয়ায়েজে এছহাকিয়া' সৈয়দ মা:মো: মোমতাজুল করীম রচিত: পৃষ্ঠা নং: ৫৫-৫৬) এছাড়া তিনি আরও বলেন: 'যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান।' এজন্য তারা একটি আরবী বাক্য তৈরী করেছে যাতে সাধারণ মানুষের আরবী দেখে এটাকে কুরআন-হাদীস মনে করে বিনা আপত্তিতে মেনে নেয়। সে বাক্যটি হলো: **فَشَيْخُهُ شَيْخٌ لَهُ لَيْسَ مِنْ شَيْطَانٍ** অর্থ: "যার কোন পীর নাই তার পীর শয়তান।" ('ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক রচিত: পৃষ্ঠা নং: ২৩।)

এ আরবী বাক্য শুনে অনেকেই এটিকে হাদীস বলে বিশ্বাস করে অথচ এটি কোন হাদীস নয় পীর-সূফীদের মনগড়া একটি বাক্য মাত্র। পীরদের যতগুলো সিলসিলা রয়েছে প্রায় সকলের আক্কেদাই এরকম। যেমন চরমোনাই পীরদের আক্কেদাই তাদের বই থেকে উপরে উল্লেখ করা হলো।

এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আক্কেদাই-বিশ্বাসও একই রকম। তাদের রচিত কিতাব 'শরীয়তের আলো' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে, 'পীর ধরা সবার জন্য ফরজ'। ('শরীয়তের আলো' খাজা বাবা এনায়েতপুরী সাহেবের অনুমোদন ক্রমে মাওলানা মো: মকিম উদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক পীরজাদা মৌ: খাজা কামার উদ্দিন (নুহ মিয়া)।)

সুরেশ্বরী পীর লিখেছেন: 'পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দেগী কবুল হয় না।' (নুরে হক গঞ্জে নুর, পৃষ্ঠা নং ২৫, সুরেশ্বর দরবার এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নুরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, একদশ সংস্করণ ১৯৯৮।)

ভায়া মাধ্যম:

আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন মানুষ যত বড় পাপ ও গুনাহ করুক না কেন যদি তারা খাঁটি মনে আল্লাহর কাছে তওবা করেন তবে আল্লাহ (সুব:) অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এজন্য কোন ভায়া মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব:) ইরশাদ করেন:

رَجِيمًا غُفُورًا اللَّهُ يَجِدُ اللَّهَ يَسْتَغْفِرُ ثُمَّ نَفْسُهُ ظَلَمَ أَوْ سُوءًا يَعْمَلُ وَمَنْ

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নিসা: ১১০)

এখানে সরাসরি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন প্রকারের ভায়া মাধ্যমের কথা নেই। আল্লাহ (সুব:) আরও ইরশাদ করেন:

الرَّحِيمِ الْغُفُورُ هُوَ إِنَّهُ جَمِيعًا الذُّنُوبَ يَغْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ رَحْمَةٌ مِنْ تَقْنَطُوا لَا أَنْفُسِهِمْ عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ عِبَادِي يَا قُلْ

অর্থ: "বল, 'হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'" (সূরা যুমার ৩৯:৫৩।)

কিন্তু পীর-মাশায়েখগণ বলেন, বান্দা অসংখ্য গুনাহ করলে পীরের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ (সুব:) মাফ করতে চান না। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর বলেন: 'বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাকে কবুল করিতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দোয়া করিবেন, যাহাতে তিনি কবুল

করিয়া নেন। ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাকে কবুল করিয়া নেন।' ('ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং ৩৪।)

তাদের এই বক্তব্য স্পষ্ট কুরআনের আয়াতের পরিপন্থি। ছোট বেলায় একটি কৌতুক শুনেছিলাম এক লোক শয়তানকে জিজ্ঞাসা করেছিলো; ওহে শয়তান! এক লোক সারা জীবন অন্যায় করেছে, পাপ করেছে এখন সে বৃদ্ধ বয়সে এসে তওবা করেছে আর কখনো গুনাহ করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি তাকে কিভাবে গোমরাহ করো? শয়তান হেসে বললো, এতো খুবই সহজ বিষয়। আমি তাকে বুঝাই তুমি সারা জীবন অন্যায় করেছে, পাপ করেছে। পাপ করতে করতে সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমাকে আল্লাহ (সুব:) এইভাবে ক্ষমা করবেন না বরং তোমাকে একজন পীর ধরতে হবে। ঐ পীর যদি তোমার জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়া আল্লাহর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চান তাহলেই কেবলমাত্র তুমি ক্ষমা পাইতে পার। এভাবে বুঝাইয়া-সমঝাইয়া তাকে একজন পীর ধরাইয়া দেই। এরপরে আমার বাকী কাজ ঐ পীর সাহেবই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এটি একটি কৌতুক। এর কোন বাস্তবতা জানা ছিল না। কিন্তু চরমোনাইয়ের পীর সাহেবের 'ভেদে মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা' নামক বই পড়ার পরে শয়তানের এই অভিনব কৌশলের বাস্তব দলীল পাওয়া গেল।

আল্লাহর আন্দাজ নাই:

মুসলিম জাতির ঈমান-আকিদার একটি মূল ভিত্তি হলো যে, আল্লাহ (সুব:) সকল কাজ সুপরিমিত ও সুপরিমিতভাবে করেন। আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **يَقْدَرُ خَلْقُهُ شَيْءٌ كُلِّ إِنَّا** অর্থ: "নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী (কোন ধরণের অসঙ্গতি ছাড়া)।" (সূরা ক্বামার: ৪৯)

এছাড়াও আল্লাহ (সুব:) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: **يُسْأَلُونَ وَهُمْ يَفْعَلُ عَمَّا يُسْأَلُ لَا** অর্থ: "তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।" (সূরা আশ্বিয়া: ২৩)

কিন্তু চরমোনাইয়ের পীর সাহেব 'ভেদে মা'রেফাত নামক বইতে মছনবীয়ে রুমীর বরাত দিয়ে শামসু তাবরিজীর নকল শিরোনামে লিখেন: "বাদশাহ কুতুব সাহেবকে দরবারে হাজির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর, আপনি কি বলিয়া বৃদ্ধের নাতিকে জেন্দা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন যে আমি বলিয়াছি, হে ছেলে! আমার আদেশে জীবিত হইয়া যাও। বাদশাহ বলিলেন, আফসোস যদি আল্লাহর আদেশে জেন্দা হইতে বলিতেন। কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন মাবুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব তাহার আন্দাজ নাই। এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকি ছিল এই নাতিটি যে গাভী পালন করিয়া কোনরূপ জিন্দেগী গুজরান করিত এখন এটিও নিয়া গেল। তাই আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জোড়পূর্বক রহ নিয়া আসিয়াছি।" (ভেদের মা'রেফাত বা ইয়াদে খোদা ১৫ পৃষ্ঠা।) এই ধরণের ঘটনা বর্ণনা করা এবং এর উপরে বিশ্বাস রাখা যে কুরআন বিরোধী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১২৬ তরীকা:

আল্লাহ (সুব:) কর্তৃক নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী মানব জাতির মুক্তির পথ কেবল মাত্র একটি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

تَتَّقُونَ كُلَّعَلٍّ بِهِ وَصَّاكُمْ ذَلِكَ سَبِيلِهِ عَنْ بَعْضٍ فَتَفَرَّقَ السَّبِيلُ تَتَّبِعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا وَأَنْ

অর্থ: "আর এটিই আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।" (সূরা আনআ'ম ৬:১৫৩)

এই আয়াতে আল্লাহ (সুব:) একটি তরীকাকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। আল্লাহ (সুব:) বলেন:

أَجْمَعِينَ لِهَذَاكُمْ شَاءَ وَلَوْ جَائِزٌ وَمِنْهَا السَّبِيلُ قَصْدُ اللَّهِ وَعَلَى

অর্থ: "আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন।" (সূরা নহল ১৬:৯১)

রাসূলুল্লাহ (সা:) থেকে 'সিরাতে মুস্তাকিম' সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে:

يَمِينِهِ عَنْ خُطُوطًا خَطَّ ثُمَّ اللَّهُ سَبِيلُ هَذَا قَالَ ثُمَّ خَطَّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَنَا خَطَّ قَالَ مَسْعُودُ بْنُ اللَّهِ عَنِ عَنْ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا إِنَّ : قَرَأَ ثُمَّ إِلَيْهِ يَدْعُو شَيْطَانٌ مِنْهَا سَبِيلُ كُلِّ عَلَى مُتَفَرِّقَةً يَزِيدُ قَالَ سُبُلٌ هَذِهِ قَالَ ثُمَّ شِمَالِهِ وَعَنْ سَبِيلِهِ عَنْ بَعْضٍ فَتَفَرَّقَ السَّبِيلُ وَاتَّبَعُوا وَلَا فَاتَّبِعُوهُ

অর্থ: "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা:) আমাদেরকে (সিরাতে মুস্তাকিম বুঝানোর জন্য) প্রথমে একটি সোজা দাগ দিলেন। আর বললেন এটা হলো আল্লাহর রাস্তা। অতপর ডানে বামে অনেকগুলো দাগ দিলেন আর বললেন এই রাস্তাগুলো শয়তানের রাস্তা। এ রাস্তাগুলোর প্রতিটি রাস্তার মুখে মুখে একেকটা শয়তান বসে আছে যারা এ রাস্তার দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে। অতপর রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজের কথার প্রমাণে উপরে উল্লেখিত প্রথম আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।" (মুসনাদে আহমদ ৪১৪২; নাসায়ী ১১১৭৫; মেশকাত ১৬৬।)

কিন্তু পীর-মাশায়েখ গণের তরীকা অনেক। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক সাহেব তার প্রায় সকল বইতেই উল্লেখ করেছেন যে, "আমার প্রিয় বন্ধুগণ! জানিয়া রাখিবেন, দোযখের আযাবের পথ বন্ধ করিয়া বেহেশতে যাইবার জন্য কেতাবে ১২৬ তরিক বয়ান করিয়াছেন। তন্মধ্যে চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা একেবারে শর্টকাট এই তরিকার প্রথম ছবকখানা লিখিয়া এজাজত দিলাম।" ('আশেক মা'শুক' সৈয়দ মাওলানা এসহাক রচিত পৃষ্ঠা নং ১১২, একই লেখকের কিতাব 'ভেদে মারেফাত ইয়াদে খোদা' পৃষ্ঠা নং ৬।)

আবার সূফীদের কোন কোন বইতে বলা হয়েছে, 'তরীকা'র সংখ্যা অগণিত তবে বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় তিন শতাধিক তরীকা বিদ্যমান রয়েছে।' ('সূফী দর্শণ' ড: ফকির আবদুর রশিদ রচিত, পৃষ্ঠা নং: ১৬৭।)

অথচ রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন:

يَأْبَى وَمَنْ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالُوا أَبَى مَنْ إِلَّا الْجَنَّةُ يَدْخُلُونَ أَمْتِي كُلُّ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
أَبَى فَقَدْ عَصَانِي وَمَنْ الْجَنَّةُ دَخَلَ أَطَاعَنِي مَنْ قَالَ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন; আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যে অস্বীকার করল (সে ব্যতীত)। সাহাবায়ে কেবল প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অস্বীকার করল কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার আনুগত্য করল না সেই অস্বীকার করল (ফলে সে জাহান্নামে যাবে)। (সহীহ বুখারী।)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা রাসূল (সা:) এর তরিকায় চলা। চরমোনাইয়ের পীরদের বাতলানো চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরিকা নয়। এ সমস্ত তরিকার বয়ান পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে নাই। তা হলে ১২৬ তরিকা ওনারা কোন কিতাবে পেলেন?

আল্লাহর সাথে মিশে যাওয়া:

ইসলামে তাওহীদের গুরুত্ব অপরিসীম। যার অর্থ হলো: এক ইলাহের সার্বভৌমত্ব ও এক ইলাহের বিধান মেনে নেওয়া। উলুহিয়াত, রুবুবিয়াত ও আসমা ওয়াস সীফাত সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ (সুব) এর একাত্ব বজায় রাখা। কিন্তু পীর-সূফীদের পরিভাষায় তাওহীদ মানে হলো 'আল্লাহর সাথে একাকার হয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ বান্দা ইবাদত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যেখন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। চিনি যেভাবে পানির সঙ্গে মিশে যায় সেভাবে আল্লাহওয়ালাগণ আল্লাহর সঙ্গে মিশে যান। এরা তাদের এই মতের সপক্ষে নিন্মের হাদীসটিকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে:

إِلَيَّ تَقَرَّبَ وَمَا بِالْحَرْبِ أَذْنُهُ فَقَدْ وَلِيًّا لِي عَادَى مَنْ قَالَ اللَّهُ إِنَّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
الَّذِي سَمِعَهُ كُنْتُ أَحْبَبْتُهِ فَإِذَا أَحْبَبُهُ حَتَّى بِالنَّوَافِلِ إِلَيَّ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي يَزَالُ وَمَا عَلَيْهِ افْتَرَضْتُ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبَّ بِشَيْءٍ عَبْدِي
لَأُعِيدَنَّهُ اسْتَعَاذَنِي وَلَئِنْ لَأُعْطِيَنَّهُ سَأَلَنِي وَإِنْ بِهَا يَمْشِي الْتِي وَرَجُلُهُ بِهَا طِشُّ يُّ الْتِي وَيَذُّهُ بِهِ يُبْصِرُ الَّذِي وَبَصَرُهُ بِهِ يَسْمَعُ
مَسَاءَتُهُ أَكْرَهُ وَأَنَا الْمَوْتُ يَكْرَهُ الْمُؤْمِنِ نَفْسٍ عَنْ تَرَدَّدِي فَأَعْلَهُ أَنَا شَيْءٍ عَنْ تَرَدَّدَتْ وَمَا

অর্থ: "আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমি তার উপর যা ফরয করেছি তার চেয়ে আমার কাছে বেশী প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা

সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ মু'মিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপসন্দ করি।" (সহীহ বুখারী ৬৫০২)

এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েই ভারত বর্ষের প্রসিদ্ধ সুফীবাদী তাফসীর 'তাফসীরে মাযহারী' তে বলা হয়েছে:

الذَّائِبَةُ لِلْمَعِيَّةِ مُوجِبَةٌ تَعَالَى مِنْهُ ذَاتِيَّةٌ مَحَبَّةٌ بَعْضُهُمْ قُلُوبٌ فِي غُسْنُودٍ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ

অর্থ: "আল্লাহ (সুব:) কোন কোন মানুষের অন্তরের মধ্যে তার জাতি (সত্ত্বাগত) মুহাব্বত তৈরী করে দেন ফলে সে সত্ত্বাগতভাবে আল্লাহর সাথে মিশে যায়।" ('তাফসীরে মাযহারী' প্রথম খন্ড ৫০ পৃষ্ঠায় إِنِّي مَا أَعْلَمُ পৃষ্ঠায়) আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য।)

সুফীদের সকল তরীকার লোকদের কাছেই এ আকীদাহ ও বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য। এ আকীদার প্রথম প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা 'মানসুর হাল্লাজ' নামক এক ভক্ত সুফীকে বলা হয়ে থাকে। তিনিই সর্বপ্রথম এ আকীদাহ প্রকাশ করেন। এবং তিনি اَنَا الْحَقُّ 'আমিই আল্লাহ' বলে যিকির করা শুরু করেন। তাছাড়া তিনি আরও কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যা থেকে তার এই আকীদাহর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা জানা যায়। কবিতাগুলো এই:

فَرَّقَ ثُمَّ فَمَا ذَاتُهُ لَا يَسُ # لِلْحَقِّ وَالْحَقُّ اَنَا

অর্থ: আমিই হক্ক (আল্লাহ)। হক্ক হক্কের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

عَصِيَانِي وَعَصِيَانُكَ # تَوْحِيدِي فَتَوْحِيدُكَ سُبْحَانِي فَسُبْحَانَكَ # شَكَّ بِمَا أَنْتَ اَنَا

অর্থ: নিঃসন্দেহে আমিই তুমি, তোমার পবিত্রতা সেতো আমারই পবিত্রতা, তোমার তাওহীদ সেতো আমারই তাওহীদ, তোমার অবাধ্যতা সেতো আমারই অবাধ্যতা।

بَدْنَا حَلَّلْنَا رُوحَانَ نَحْنُ # اَنَا أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى مِنْ اَنَا

অর্থ: "আমি যাকে চাই সেতো আমিই। আমরা দু'টো রুহ (প্রাণ) একই দেহে প্রবেশ করেছি।"

حَالٍ كُلِّ فِي اَنَا أَنْتَ فَإِذَا ... مَسْنِي شَيْءٍ مَسَّكَ فَإِذَا الرِّالِ الْمَاءِ فِي الْخَمْرَةِ تَمَزُّجُ ... كَمَا رُوحِي فِي رُوحِكَ مَزَجْتُ

অর্থ: তোমার রুহটা আমার রুহের সঙ্গে মিশে গেছে যেমনিভাবে শরাব স্বচ্ছ পানির সঙ্গে মিশে যায়। তাই তোমাকে কোন বিপদ-আপদ স্পর্শ করলে আমাকেই স্পর্শ করে। তুমি আর আমি সর্বাবস্থায় একই। (মুহাব্বাতুর রাসূল বাইনাল ইত্তিবায়ে ওয়াল ইবতিদায়ে ১ম খন্ড ২১১পৃষ্ঠা।)

এভাবে 'মানসুর হাল্লাজ' এই জঘন্য শিরকি আকিদার গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তীতে সূফীদের শায়খে আকবার 'মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী' এই আকীদাকে আরও সম্প্রসারণ করে 'ওয়াহদাতুল অজুদ' এর আকীদাহ মুসলিম জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেন। যার সারকথা হলো, 'বান্দা এবং আল্লাহর অস্তিত্ব এক।'

বর্তমান পীর-সূফীদেরও একই আকীদাহ। যেমন: চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন: 'মানছুর হাল্লাজ যখন আ ল্লাহ পাকের এশকের জোশে দেওয়ানা হইতেন, তখন তিনি এই শের পড়িতেন:

تو م دیر من که نگوید کسی به عدازاں جانشین شدی تو و شدم تن من شودی من تو و شدم تو و
دیگری

ওগো আমার মা'শুক মাওলা! আপনি আপন কুদরাতী নজরে আমার দিকে চাহিয়া দেখুন। আমি এখন আমি নাই। আমি আপনি হইয়াছি আর আপনি আমি হইয়াছেন। আমি হইয়াছি তনু, আপনি হইয়াছেন জান। আমি শরীর আপনি প্রাণ। এরপর আর কেহ বলিতে পারে না যে, আমি একজন আপনি আর একজন। বরং আমি ও আপনি এক হইয়া গিয়াছি, অর্থাৎ আমি আপনার জামালের খুশীর মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছি, আমার অজুদ ফানা হইয়া গিয়াছে এবং আমার রূহ আপনার নূরের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। আমার আমিও যখন লয় হইয়া গিয়াছে, তখন আমি আর কোথায় আছি? আমি নাই। আপনিই ছিলেন, আপনিই আছেন, আপনিই থাকিবেন। আপনিতো আপনি, আমিও আপনি। আমি বলিতে আর কিছুই নাই।" ('আশেক মাশুক বা ইশকে ইলাহী' সৈয়দ মোহাম্মদ এসহাক রচিত, পৃষ্ঠা নং ৪২।)

অথচ এটি একটি মারাত্মক শিরকী আকিদাহ। কেননা আল্লাহ হচ্চেন খালেক বা সৃষ্টিকর্তা। মানুষ হলো মাখলুক বা সৃষ্টি। সৃষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একাকার করে দেওয়া এটা হিন্দুদের আকিদাহ। তাদের বিশ্বাস, স্রষ্টার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই তিনি বিরাজমান। এজন্য তারা বলে থাকে 'সবকিছুই ঈশ্বর' তাদের পরিচয়ও হলো 'সর্বেশ্বরবাদী'। অথচ মুসলিমদের আকিদাহ হলো 'সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি'। তবে আল্লাহ নয়। মানসুর হাল্লাজের এই ভ্রান্ত আকিদার কারণে বাগদাদের তৎকালীন সমস্ত আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তাকে হত্যা করা হয়। আর বাগদাদ তখন ছিল বাগদাদ! অর্থাৎ ইসলামী জ্ঞানের প্রাণ কেন্দ্র। এমতাবস্থায় সমস্ত ওলামায়ে কেরামদের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া ফাতওয়াকে উপেক্ষা করে মানসুর হাল্লাজকে আল্লাহর অলী বলে আকিদাহ পোষণ করা মূলত: ইসলামী শরিয়াহ ও আলেম ওলামাদে র সর্বসম্মত রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করার শামিল। তাছাড়া পীর-সূফীদের এই মহান গুরু মানসুর হাল্লাজ সম্পর্কে ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে গ্রহণ কিতাব ইমাম ইবনে কাসীর রচিত 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে বলা হয়েছে:

كَافِرًا وَكَانَ كَافِرًا، قُتِلَ وَأَنَّهُ قُتِلَ، عَلَى إِجْمَاعِهِمُ وَالْإِئِمَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنْ وَاحِدٍ غَيْرٍ عَنِ فَحْكِي الْفُقَهَاءِ فَأَمَّا الْخَطِيبُ قَالَ مُمَّخَرَفًا

অর্থ: "খতীবে বাগদাদী বলেন: ফুকাহায়ে কেরামদের অনেকেই বলেছেন যে, হাল্লাজকে কতল করার ব্যাপারে ওলামাদের ইজমা হয়েছিল এবং কাফের হিসেবেই তাকে কতল করা হয়েছে। সে ছিল কাফের, মিথ্যাবাদী।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১১খন্ড ১১৫পৃষ্ঠা।)

এর পর ইবনে কাসির (র:) হাল্লাজের কিছু ভণ্ডামি উল্লেখ করেছেন । যার দ্বারা এর স্পষ্ট হয়ে যায় যে হাল্লাজ কোন আল্লাহওয়ালা ছিল না । বরং সে ছিল প্রতারক । তাই যারা মনসুর হাল্লাজকে অনুসরণ করছেন তাদের ভেবে দেখা উচিত । বিশেষ করে বিদায় নিহায়ার ১১খন্ডে উল্লেখিত মানসুর হাল্লাজের জীবনি সকলের পড়া উচিত ।

সূফীদের দলীল হিসাবে পেশ করা আবু হুরাইরা (রা:) এর উপরোক্ত হাদীসটির জবাবে আমরা বলবো: ঐ হাদীসে মূলত আল্লাহর নুসরাত-সাহায্যের কথা বল হয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। হাদীসের শেষ অংশে তা স্পষ্ট করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে 'সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি । আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই ।' স্বভাগতভাবেই যদি আল্লাহ সঙ্গে মিশে যায় তাহলে আবার আল্লাহর কাছে সাওয়াল করা বা আশ্রয় চাওয়ার প্রয়োজন কি? মূলত: এ জাতীয় বাক্যগুলো সাহায্য-সহানুভূতি করার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন প্রধানমন্ত্রী কাউকে বললো, যাও! অমুক কাজটা তুমি করো আমি তোমার সঙ্গে আছি। এর অর্থ হলো আমার সাহায্য-সহানুভূতি তোমার সঙ্গে থাকবে। এর মানে এই নয় যে, প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে স্বভাগতভাবে মিশে যায়। এ বিষয়টি একটি সাধারণ লোকেও বুঝে । কিন্তু সুফিবাদীরা নিজেদের ভ্রান্ত মতের স্বপক্ষে হাদীসটিকে অপব্যবহার করে থাকে ।

<http://markajululom.com/>

বিশেষ বুলেটিন : শী'আ মতবাদ (২)

শাইখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মদ জসিমউদ্দিন রাহমানী শাইখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল। খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা। সাবেক মুহাদ্দিস জামিআ' রাহমানিয়া আরাবিয়া, 'মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২১৪২৮৪৩	তারিখ : ০১.০১.২০১০ ইং সময় : বাদ জুমা স্থান : হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি। প্রতি জুম'আর খুৎবাহ ডাউনলোড করতে ভিজিট করুনঃ http://jumuarkhutba.wordpress.com
---	--

আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি যে, “ইছনা আশারিয়া” বা বার ইমামপন্থী শী'আদের সাথে আহলুস সুনাত ওয়াল জামা'আতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হল তিনটি। যথা :

(১) “ইমামত সংক্রান্ত আকীদা” (২) “সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদা” (৩) “কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা”।

প্রথম দুটি বিষয়ে গত সপ্তাহে আলোচনা করা হয়েছে, এ সপ্তাহে আমরা ‘কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা’ নিয়ে আলোচনা করবো।

শী'আদের তৃতীয় মৌলিক আকীদা হচ্ছে কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আকীদা (عقيدة تحريف القرآن)। তারা বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। মূলতঃ কুরআন বিকৃতির আকীদা ইমামত আকীদারই অবশ্যস্বাভাবী ফলাফল। কেননা শী'আদের ধারণায় কুরআন সংকলনকারী হযরত আবু বকর উছমান ও তাদের সহযোগী সাহাবাগণ ছিলেন আলী বিদ্বেষী। ফলে কুরআন থেকে হযরত আলী ও আহলে বাইতের ফযীলতমূলক বর্ণনা সমূহ পরিকল্পিত ভাবে তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ পর্যায়ে তাদের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হল :

১. কুরআনে “পাঞ্জতন পাক” ও সকল ইমামের নাম ছিল।

শী'আদের বক্তব্য হল কোরআনে “পাঞ্জতন পাক” ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলো বের করে দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে তাদের বক্তব্য পেশ করা হল :

(১) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا....

“আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল.....(তুহা, ২০৪ ১১৫)

এ সন্দেহে উদ্ধৃলে কাফীতে আছে, যে ইমাম জা'ফর ছাদেক কসম খেয়ে বলেছেনঃ এই পূর্ণ আয়াত এভাবে নাযিল হয়েছিল-

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلى وفاطمة والحسن والأئمة من ذريتهم فَنَسَى هكذا والله أنزلت على محمد صلى الله عليه واله وسلم - (اصول کافی ج- ۲، ۲۸۳)

এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, এই আয়াত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এভাবে নাযিল হয়েছিল যে, এতে এ সকল নাম ছিল। (অর্থাৎ আমি আদমকে আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন এবং তাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলে দিয়েছিলাম।) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পরে (শী'আ আকীদা অনুযায়ী) যারা জোর পূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছিল, তারা কুরআনে পরিবর্তন করেছে। তাদের অন্যতম পরিবর্তন এই যে, তারা সূরা তোয়াহার এই আয়াত থেকে পাক পাঞ্জতনের নাম ও তাদের বংশ জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করে দিয়েছে।

(২) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

“এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (বাক্বারা, ২৪ ২৩)

এ আয়াত সন্দেহে উদ্ধৃলে কাফীতে ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত হয়েছে :

نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه واله وسلم هكذا ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأتوا بسورة من مثله. (اصول کافی ج- ۲، ۲۸۴)

অর্থাৎ জিবরাঈল মোহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি এ আয়াতটি এভাবে নিয়ে নাযিল হয়েছিল যে, এতে **عَلَى** এরপরে এবং **فَاتُوا** এর পূর্বে **فِي** শব্দটি ছিল। অর্থাৎ এ আয়াতটি হযরত আলীর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল।

(৩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

“তুমি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (রুম, ৩০ঃ ৩০)

উছুলে কাফীতে ইমাম বাকের এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ **الولاية هي** অর্থাৎ এর অর্থ বেলায়েত ও ইমামত। (উছুলে কাফী, খ: ২, পৃ: ২৮৬)

(৪) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

“যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (রুম, ৩৩ঃ ৭১)

এ আয়াত সম্পর্কে উছুলে কাফীতে আবু বহীরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিল -

ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما (اصول কাফী جـ ٢، ص ٢٧٩)

অর্থাৎ এর অর্থ ছিল যে কেউ আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে। এ আয়াতে হযরত আলী ও তার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু আয়াত থেকে ‘আলী ও তার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে’ কথাগুলো বের করে দেওয়া হয়েছে, যা বর্তমান কুরআনে নেই।

ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে-

عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه واله بنسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي بنيا (اصول কাফী جـ ٢، ص ٢٨٤)

অর্থাৎ সূরা বাকারার এই ৯০ আয়াতে **فِي** (আলীর ব্যাপারে) শব্দ ছিল, যা বের করে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান কুরআনে নেই।

সূরা ম'আরিজের প্রথম আয়াত সম্পর্কে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে আবু বহীরের রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যে, আয়াতটি এভাবে নাযিল হয়েছিলঃ

سال سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه واله. (اصول কাফী جـ ٢، ص ٢٩١)

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে **بولاية علي** শব্দটি বের করে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা উছুলে কাফীতে এভাবে কুরআনে পাকের বিভিন্ন জায়গায় বহু আয়াতে এ ধরনের পরিবর্তন দাবী করা হয়েছে।

২. কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করে দেয়া হয়েছে।

عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله سبعة عشر الف آية.

অর্থাৎ হিশাম ইবনে সালেমের রেওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর ছাদেক বলেনঃ জিবরাঈল যে কুরআন নিয়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে নাযিল হয়েছিল, তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। (৬৭১পৃঃ)

প্রসিদ্ধ শী'আ আলেম আল্লামা কাযভীনী লিখেনঃ

“ইমাম জা'ফর ছাদেকের এ উক্তির অর্থ হল, জিবরাঈলের আনীত কুরআন থেকে অনেক অংশ বাদ দেয়া হয়েছে এবং তা কুরআনের বর্তমান প্রসিদ্ধ কপি-সমূহে নেই।

৩. কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে হযরত আলীও বলে গেছেন।

শী'আ মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ ইহতিজাজে তবরীযীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জটনিক যিন্দীক তথা ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি হযরত আলীর সাপে এক দীর্ঘ কথোপকথনে কুরআন মাজীদেবির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করেছে। হযরত আলী এগুলোর জওয়াব দিয়েছেন। তন্মধ্যে তার একটি আপত্তি ছিল এরূপ যে, সূরা নিসার প্রথম রুকূ'র নিম্নোক্ত আয়াতঃ

وان خفتم الا تفسطوا في اليتامى فانكحوا.... الآية

এর মধ্যে **شرط** এবং **جزاء** এর মধ্যে যে সম্পর্ক হওয়া উচিত, তা নেই। (১২৪পৃঃ) হযরত আলী তখন বলেছেনঃ

هو قدمت ذكره من اسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقبص اكثر من ثلث القرآن

অর্থাৎ পূর্বে আমি যে কথা উল্লেখ করেছি, এটা তারই একটি দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ মুনাফিকরা কুরআন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়েছে। এ আয়াতে তারা এই করেছে যে, **ان خفتم في اليتامى** এবং **من النساء لكم** মা طاب এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ কোরআনেরও বেশী ছিল, যা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে সন্দেহ ও কিসসা-কাহিনী ছিল। (১২৮ পৃঃ)

শী'আদের বক্তব্য হল এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আলী বলেছেন যে, এই এক আয়াতের মাঝখান থেকে মুনাফিকরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের চেয়েও বেশী বাদ দিয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র কুরআন থেকে কতটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।

এ কথোপকথনে যিন্দীকের অন্যান্য কয়েকটি আপত্তির জওয়াবেও হযরত আলী মুর্তযা কুরআনে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এক আপত্তির জওয়াবে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ ব্যাপারে এ স্থলে তুমি যে জওয়াব আমার কাছ থেকে শুনেছ, তাই তোমার জন্যে যথেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, আমাদের শরী'আতে তাকিয়ারা যে নির্দেশ আছে তা এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে বলার পথে অন্তরায়।

৪. আসল কুরআন ইমামে গায়েবের নিকট রয়েছে।

শী'আদের বক্তব্য হল আসল কুরআন তাই, যা হযরত আলী সংকলন করেছিলেন। হযরত আলী যে কুরআন সংকলন করেছিলেন সেটা সেই কুরআনের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি নাযিল হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন থেকে ভিন্নতর ছিল। সেটা হযরত আলীর কাছেই ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের মধ্য থেকে ইমামগণের কাছে ছিল। এখন সেটা ইমাম গায়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রয়েছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সেই কুরআন প্রকাশ করবেন। এর আগে কেউ সেটা দেখতে পাবে না। এ প্রসঙ্গে উছুলে কাফীর নিম্নোক্ত দুটি রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয়ঃ

এক. ইমাম বাকের বলেনঃ

ما ادعى احد من الناس ان جمع القرآن كله كما انزل الا كذب وما جمعه وحفظه كما انزل الله الا على بن ابي طالب والائمة من بعده عليه السلام. (اصول كافي. ج ١ ص ٣٣٢)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার কাছে পূর্ণ কুরআন রয়েছে যেভাবে তা নাযিল হয়েছিল, সে মিথ্যাবাদী। আব্দুল্লাহ তা'আলার নাযিল করা অনুযায়ী কুরআন কেবল আলী ইবনে আবী তালেবই এবং তার পরে ইমামগণ সংকলন করেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন।

দুই. উক্ত গ্রন্থেই ইমাম জা'ফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছেঃ

যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি কুরআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করবেন। তিনি কুরআনের সেই কপিটি বের করবেন, যা আলী (আঃ) সংকলন করেছিলেন।

সারকথা, শী'আ গ্রন্থাবলীর এসব রেওয়ায়েতে বর্তমান কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বলা হয়েছে, বিশেষভাবে কতক রেওয়ায়েতে কুরআন থেকে হযরত আলী ও ইমামগণের নাম বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. পরিবর্তনের রেওয়ায়েত দু'হাজারেরও অধিক।

স্বনামখ্যাত শী'আ মুহাদ্দিছ সাইয়েদ নেয়ামতুল্লাহ জাযায়েরী তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন, যেমন তার কাছ থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে পরিবর্তন ব্যক্তকারী রেওয়ায়েত সমূহের সংখ্যা দু'হাজারেরও অধিক। আমাদের একদল আলেম, যেমন শায়খ মুফিদ, মুহাক্কিক দামাদ ও আব্দামা মজলিসী এসব রেওয়ায়েত মশহুর বলে দাবী করেছেন। শায়খ তুসীও তিবইয়ান গ্রন্থে পরিষ্কার লিখেন যে, এসব রেওয়ায়েতের সংখ্যা অনেক বেশী। বরং আমাদের একদল আলেম, যাদের কথা পরে আসবে দাবী করেছেন যে, এসব রেওয়ায়েত মুতাওয়াতির। (২২৭পৃঃ)

৬. কুরআনে একটি সূরা ছিল যা বর্তমান কুরআনে নেই।

আব্দামা সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলুসী (রহঃ) শাহ আব্দুল আযীয কৃত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থের আরবীতে সারসংক্ষেপ লিখেছিলেন, যা تحفة خاتمة নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মিসরের খ্যাতনামা আলেম শায়খ মুহীউদ্দীন আল খতীব এর সম্পাদনা করেন এবং প্রাপ্তটাকা ও ভূমিকার সংযোজন সহকারে একে প্রকাশ করেন। এতে তিনি ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া একটি সূরার (সূরা ওয়ালায়াতের) ফটোও প্রকাশ করেন, যা বর্তমান কুরআনে নেই। এ সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ 'প্রফেসর নলডিকি (NOELDEKE) তার Hisroty of The Copies of The Quran গ্রন্থে এ সূরাটি শী'আ সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ دستان مذهب (মুহসিন ফানী কাশ্মীরী কৃত ফারসী গ্রন্থ) এর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এর ফারসী গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ ইরানে প্রকাশিত হয়েছে। মিসরের একজন বড় আইন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর মুহাম্মাদ আলী সউদী খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ ব্রাউনের (BROWN) কাছে ইরানে লিখিত কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি কপি দেখিয়েছিলেন। তাতে এই সূরা ওয়ালায়াতও ছিল। তিনি এর ফটো নিয়ে নেন, যা মিসরের সাময়িকী 'আল ফাতাহ' ৮৪২ সংখ্যার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিম্নে তার ফটোকপি পেশ করা গেলঃ কথিত সূরাতুল ওয়ালায়াত سورة الولاية এর ফটোকপিঃ

যারা কুরআন বিকৃতির বিশ্বাস রাখে তারা 'কাফের'। এ সম্পর্কে অনেক দলীল রয়েছে, তন্মধ্যে একটা দলীল হচ্ছে :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (হিজর, ১৫ঃ ৯) এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কুরআন হিফায়তের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং কেউ তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারবে না। এমনভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের ধীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (মায়দা, ৫ঃ ৩) বুঝা গেল, ধীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এমনভাবে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"হে রাসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছানেন না। আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (মায়দা, ৫ঃ ৬৭)

যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

"অর যে, আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (আনআম, ৩ঃ ২১)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

"অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে; তারা কোথায় গেল, যাদের কে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অহংবন করত? তারা উত্তর দেবে: আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল। (আরাফ, ৭ঃ ৩৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُنْجِرُونَ

"অতঃপর তার চেয়ে বড় জালেম, কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে? কস্মিনকালেও পাপীদের কোন কল্যাণ হয় না। (ইউনুস, ১০ঃ ১৭)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

"যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি সুরণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের অশ্রয়স্থল হবে? (আনকাবুত, ২৯ঃ ৬৮)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةِ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

"ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অন্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করত। (আনআম, ৬ঃ ৯৩)

এই সমস্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যারা কুরআন বিকৃতির কথা বলে তারা কাফের। এতে কোন সন্দেহ নাই।

শী'আদের আরও কিছু মৌলিক আকীদা

এখানে শী'আদের আরও তিনটি বিশেষ আকীদার কথা উল্লেখ করা হল।

১. তাকিয়া :

তাকিয়া (تقية) হল এক গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা, যাকে তাদের নিকট দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ রুকন মনে করা হত। এর অর্থ মানুষ তার মান ও মর্যাদা এবং জান ও মাল শত্রুর কবল হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু অস্ত্রে আছে তার বিপরীত প্রকাশ করবে।

তাকিয়া সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম :

উল্লেখ্য কাফীতে তাকিয়া সম্পর্কেও একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়ের একটি রেওয়ায়েত এই :

عن أبي عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عبد الله عشتار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۰۷)

অর্থাৎ আবু ওমার আ'জামী রেওয়ায়েত করেন, ইমাম জা'ফর ছাদেক আমাকে বলেছেন- ধর্মের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়ার মধ্যে নিহিত। যে তাকিয়া করে না, সে বেদ্বীন। তাকিয়া সম্পর্কে আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপ :

হাবীব ইবনে বিশরের রেওয়ায়েত ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ আমি আমার পিতা ইমাম বাকেরের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন : ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুই আমার কাছে তাকিয়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। হে হাবীব, যে ব্যক্তি তাকিয়া করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চতা দান করবেন, আর যে করবে না, আল্লাহ তার অধঃপতন ঘটাবেন। (উল্লেখ্য কাফী, ৪৮৩ পৃঃ)

উক্ত গ্রন্থের আরও একটি রেওয়ায়েত নিম্নরূপঃ

قال أبو جعفر عليه السلام التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۱۱)

অর্থাৎ ইমাম বাকের বলেন : তাকিয়া আমার ধর্ম এবং আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম। যে তাকিয়া করে না, তার ধর্ম নেই।

তাকিয়ার একটি ব্যাখ্যা ও তার স্বরূপ :

জানা গেছে যে, শী'আরা অজ্ঞদের সামনে তাকিয়া সম্পর্কে বলে দেয় যে, তাদের মতে তাকিয়ার অনুমতি কেবল তখন, যখন প্রাণের আংশকা বা এমনি ধরনের কোন গুরুতর বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হওয়া যায়। অথচ শী'আ রেওয়ায়েতে ইমামগণের এমন প্রচুর ঘটনা বিদ্যমান আছে, যাতে কোন বাধ্যবাধকতা এবং কোন সামান্য আশংকা ছাড়াই তারা তাকিয়া করেছেন, সুস্পষ্ট ভ্রান্ত বর্ণনা দিয়েছেন অথবা আপন কাজ দ্বারা মানুষকে ধোকা ও প্রতারণা দিয়েছেন। উল্লেখ্য কাফীতে ইমাম জাফর ছাদেকের এ ধরনের ঘটনা বরাতে সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। তদুপরি উল্লেখ্য কাফীর তাকিয়া অধ্যায়ের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি দ্বারাও অনুরূপ প্রতীয়মান হয় :

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بما حين تزيل به. (اصول کافی ج ۳ - ص ۳۱۱)

অর্থাৎ যুরারার রেওয়ায়েত ইমাম বাকের (আঃ) বলেনঃ তাকিয়া যে কোন প্রয়োজনে করা যায়। প্রয়োজন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অধিক জ্ঞানী: অর্থাৎ প্রয়োজন তা-ই; যাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজন মনে করে।

তাকিয়া কেবল জায়েয নয়- ওয়াজিব ও জরুরী :

বরং বাস্তব ঘটনা এই যে, শী'আ মাযহাবে তাকিয়া কেবল জায়েয নয়; বরং অত্যাবশ্যকীয় এবং ঈমানের অঙ্গ। শী'আদের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম **فقيه لا يصره الفقيه** থেকে রেওয়ায়েত আছে যে,

قال الصادق عليه السلام لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا وقال عليه السلام لا دين لمن لا تقية له.

অর্থাৎ ইমাম জাফর ছাদেক (আঃ) বলেছেন- যদি আমি বলি যে, তাকিয়া বর্জনকারী নামায বর্জনকারীর অনুরূপ (গোনাহগার), তবে এ কথায় আমি সত্য হব। তিনি আরও বলেছেনঃ যার তাকিয়া নেই, তার ধর্ম নেই।

২. কিতমান :

'কিতমান' অর্থ আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা এবং অন্যের কাছে প্রকাশ না করা। তাকিয়ার অর্থ কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করা এবং এভাবে অপরকে ধোকা ও প্রতারণায় লিপ্ত করা। শী'আদের মতে তাদের ইমামগণ সারা জীবন এ শিক্ষা মেনে চলেছেন।

কিতমান সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি ও কর্ম :

উল্লেখ্য কাফীতে কিতমান অধ্যায়ে ইমাম জাফর ছাদেক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার শাগবেদ তোলাইমানকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

"তোমরা এমন ধর্মের উপর রয়েছ যে, যে ব্যক্তি একে গোপন রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা ইজ্জত দান করবেন। আর যে এ ধর্মকে প্রকাশ ও প্রচার করবে, আল্লাহ তাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করবেন। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৫)

উক্ত গ্রন্থে ইমাম জাফর ছাদেকের পিতা ইমাম বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিশেষ শী'আদেরকে বলেনঃ

"খোদার কসম! আমার সহচরদের (শাগবেদ ও মুরীদদের) মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার এবং আমাদের কথা বেশী গোপন রাখে। (খন্ড-৩, পৃ: ৩১৭)

৩. প্রায়শ্চিত্তের আকীদা :

শীআদের প্রায়শ্চিত্তের আকীদা (عقيدة كفارة) ছব্বহ খৃষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ত আকীদার অনুরূপ। আল্লামা বাবের মজলিসী ইমাম জাফর ছাদেকের বিশেষ মুরাদ মুফাসসাল ইবনে ওমরের এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেনঃ

হে মুফাসসাল, রাসূলে খোদা দুআ করেছেন- হে খোদা, আমার ভাই আলা ইবনে আবী তালেবের শীআ এবং আমার সেই সন্তানদের শীআ যারা আমার ভারপ্রাপ্ত, তাদের অগ্রপশ্চাৎ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময়ের সকল গোনাহ আপনি আমার উপর চাপিয়ে দিন এবং শীআদের গোনাহের কারণে পয়গম্বরগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত করবেন না। এ দুআর ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা সকল শীআর গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর সেই সকল গোনাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কারণে মার্জনা করেছেন। (হাক্কুল ইয়াকীন, ১৪৮ পৃঃ)

এরপর এ রেওয়াজেতেই আরও আছে- মুফাসসাল প্রশ্ন করলঃ যদি আপনাদের শীআদের মধ্য থেকে কেউ এই অবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় কোন মুমিন ভাই এর কর্জ থাকে, তবে তার কি পরিণতি হবে? ইমাম জাফর ছাদেক বলেনঃ যখন ইমাম মেহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন সর্বপ্রথম সারা বিশ্বে এই ঘোষণা করবেন যে, আমাদের শীআদের মধ্যে যদি কারও যিম্মায় কারও কর্জ থাকে, তবে সে আসুক এবং আমার কাছ থেকে উসূল করুক। অতঃপর তিনি সকল কর্জদারদের কর্জ আদায় করবেন। (১৪৮ পৃঃ)

৪. শিয়াগণ গাইরুল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী :

শিয়াগণ গাইরুল্লাহ তথা পীর-ওলী বুয়ুগদের নিকট দোয়া প্রার্থনা করাকে অত্যন্ত নেক আমল বলে জ্ঞান করে। আর এ জন্যই তারা কবর-মাজার ইত্যাদি তে প্রার্থনা করা, সিজদা করা, কবরের চতুর্দিকে তওয়াফ করা, কবরে টাকা পয়সা দেওয়া, কবরে গিলাফ চড়ানো সহ যাবতীয় বেদআত কাজে উৎসাহ প্রদান করে। এই জন্য ইরাক, ইরান সহ বিশ্বের যেখানেই মাজার আছে সেখানেই শিয়াদের উৎপাত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কবরে ياحسين الممد، يا حسين الممد، يا غوث العظم الممد (ইয়া হুসাইন আল-মদদ, ইয়া আলী আল-মদদ, ইয়া গাউসুল আযম আল-মদদ) ইত্যাদি লেখা লক্ষ্য করা যায়।

শিয়া ইমাম কমিনী তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'كشف الاسرار ص ৬৭' বলেনঃ

فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركاً، وإن يكن عملاً باطلاً، ثم إننا نطلب الممد من الأرواح المقدسة للأنبياء والأئمة من قد منحهم الله القدرة. اهـ. أى من منحهم الله تعالى القدرة على التأثير.. وعلى إجابة المضطر إذا دعاهم.. وهذا عين الكفر والشرك.. والتكذيب للتزوير!

অর্থঃ সুতরাং পাথরের কাছে প্রার্থনা করা যদিও একটি বাতিল আমল তবে শিরক নয়, অতঃপর আমরা নবী-রাসূলগণ এবং ইমামগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন তাদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করবো। অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা দিয়েছেন.. যারা বিপদে-আপদে সাহায্য করতে পারে.. ইত্যাদি।

অথচ এই আক্ফিদা পোষণ করা স্পষ্ট কুফর এবং শিরক এবং কুরআনের পরিপন্থী আক্ফিদা। আমাদের ভারতবর্ষের কবরপূজারী, পীরপূজারীদের আক্ফিদা-বিশ্বাস ও এরকম-ই। তারাও গান গেয়ে থাকে 'কেউ ফিরে না খালী হাতে খাজা বাবার দরবার হতে' আবার কাউকে বলতে শুনা যায় 'আল্লাহ'র ধন রাসূলকে দিয়ে আল্লাহ গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজাকে দিয়ে রাসূলও গেলেন খালি হয়ে, রাসূলের ধন খাজা পেয়ে লুকিয়েছে আজমিরে, কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে'। এ কারণে শিয়াদের মত এদেশেও বড় বড় অনেক মাজার, দরগা-কবর ইত্যাদি তৈরী করে সেখানে সেজদাহ করা, তওয়াফ করা, কবরে গিলাফ চড়ানো, টাকা-পয়সা আগরবাতি মোমবাতি দেওয়া, কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা করা সহ নানা ধরনের শিরক ও বেদআত ব্যাপকতা লাভ করেছে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী এগুলো স্পষ্ট কুফর ও শিরক।

গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা কুফর ও শিরক :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْتَونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তারা ইবাদত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তু, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত করছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি পুত:পবিত্র ও মহান সে সমস্ত থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (ইউনুস, ১০ঃ ১৮) আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

'জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (যুমার, ৩৯ঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

'আর নির্দেশ হয়েছে আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত: তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (ইউনুস, ১০ঃ ১০৬) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

‘অতএব, আপনি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (শুআরা, ২৬ঃ ২১৩) আল্লাহ তা‘আলা আরও ইরশাদ করেন :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আর যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আনআম, ৬ঃ ১৭) আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন :

أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ

‘আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? কবুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (ইয়াসীন, ৩৬ঃ ২৩)

عن عائشة أن أم سلمة رضى الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأها بأرض الحبشة يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله) (بخارى في الصلاة (٤٣٤))

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর কাছে একটি ‘কানিছা’ (খৃষ্টানদের ইবাদত খানা) সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, যা তিনি হাবশাতে দেখেছেন। যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘মারিয়া’ কারণ তার মধ্যে যে সমস্ত দেব-দেবী ও মূর্তি রয়েছে সেগুলোর কথাও উল্লেখ করলেন। উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেনঃ তারা এমন এক জাতি যখনই তাদের কোন নেক বান্দা মৃত্যু বরণ করতো, তখনই তার কবরের উপরে সেজদার স্থান বানাতো (মাজার তৈরী করতো)। এবং এ সকল মূর্তি তৈরী করতো, এরাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী। (বুখারী, ৪৩৪)

عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (بخارى ما صنعوا) (بخارى في الصلاة (٤٣٥))

হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস থেকে আরও একটি হাদীস বর্ণিত যে, যখন রাসূল (সাঃ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তার চেহারার উপরে একটি চাদর তার চেহারা মুবারকের উপরে রেখে দিলেন, অতঃপর যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন চেহারা থেকে উক্ত চাদরটি সরিয়ে নিতেন। এই অবস্থায় রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেনঃ “ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার লানত, তারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে সেজদার স্থান বানিয়েছে।” (একথার মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহকে ইয়াহুদ-নাসারার অনুরূপ করা থেকে নিষেধ করলেন) (বুখারী, ৪৩৫)

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ

وكانه صلى الله عليه وسلم أنه مرغل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم

যে রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন, এই রোগেই ইহকাল ত্যাগ করবেন, এবং তিনি আশংকা বোধ করলেন যে, ইহুদী-খৃষ্টানদের মত তার কবরকেও অতি সম্মান করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হতে পারে। সুতরাং ইহুদ-নাসারাদের প্রতি অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে মূলতঃ যারা রাসূল (সাঃ) এর কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে তাদেরকেই অভিশাপ দিয়েছেন। (ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: ففى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصص القبر، وأن يعقد عليه، وأن يبنى عليه (مسلم في الجنائز (٩٧٠))

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ সাঃ কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম, ৯৭০)

عن أبي مرثد الغنوى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها) (مسلم في الجنائز (٩٧٢))

হযরত আবু মারসাদ আল গানবী থেকে বর্ণিত, যে তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না এবং কবরের উপর বসো না। (মুসলিম, ৯৭২)

عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفى صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقره فسوى، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها (مسلم في الجنائز (٩٦٨))

হযরত সুমামা ইবনে শুফাই থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমরা ফুজালাহ ইবনে উবাইদ এর সঙ্গে রুম দেশের রওদাস নামক জায়গায় অবস্থান করছিলাম, সেই অবস্থায় আমাদের একজন সঙ্গি মারা যায়, হযরত ফুজালাহ ইবনে উবাইদ ঐ ব্যক্তির কবরটিকে মাটির সঙ্গে সমান করে দিতে নির্দেশ দিলেন, এবং তাই করা হল। অতঃপর তিনি বললেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কবরসমূহ মাটির সাথে মিলিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতে শুনেছি। (মুসলিম, ৯৬৮)

عن أبي الهياج الأسدى قال: قال لي أبي صالب: ألا أبغضك على ما بغضني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته (مسلم في الجنائز (٩٦٩))

‘আবুল হাইয়াজ আল-আসাদী (রহ) বলেনঃ যে আমাকে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাঃ) বললেনঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবো না, যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সাঃ) আমাকে পাঠিয়েছেন? আর তা হচ্ছেঃ ‘যেখানেই মূর্তি বা ভাস্কর্য দেখবে তা গুড়িয়ে দিবে আর যেখানেই উঁচু কবর দেখবে তা সমান করে দিবে’। (মুসলিম, ৯৬৯)

দুতরাং শিয়া এবং শিয়াদের অনুসরণে যারা মাজার তৈরী করে, গিলাফ চড়ায়, টাকা-পয়সা আগরবাতি-মোমবাতি দেয়, মাজারে প্রার্থনা করে, সেজদা করে, তওয়াফ করে তারা সুস্পষ্ট কুফর এবং শিরক ও বেদআতে লিপ্ত আছে।

৫. নিকাহে মুতআ’হ (স্বল্প মেয়াদী বিবাহ) :

শিয়াদের আরেকটি জঘন্য আকিদা ও আমলের নাম হচ্ছে ‘নিকাহে মুতআ’হ’। ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে এবং ইসলামের শুরুতে এ ধরনের বিবাহ’র প্রচলন ছিল। খায়বার যুদ্ধের পরে রাসূল (সাঃ) কঠোরভাবে ইহাকে নিষিদ্ধ করেন। যা হাদীস এবং ইতিহাসের সব কিতাবেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু শিয়াগণ এ জাতীয় বিবাহকে শুধু বৈধই মনে করে না বরং এটাকে অত্যন্ত মর্যাদা এবং ফযীলতের কাজ বলে বিশ্বাস করে। আর এ জন্য তারা রাসূল (সাঃ) এর নামে কিছু জাল হাদীস তৈরী করে দলীল পেশ করে থাকেনঃ যেমন

من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع. تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني ج ٢ ص ٤٨٩

রাসূল (সাঃ) বলেন(?), যে ব্যক্তি নেকাহ মুতআ’হ করা ছাড়া মৃত্যুবরণ করলো, সে ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে নাক-কান কাটা অবস্থায় উপস্থিত হবে। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৮৯)

من تمتع مرة واحدة عتق ثلاثة من النار ومن تمتع مرتين عتق ثلاثة من النار ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار. تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني ج ٢ ص ٤٩٢

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো, তার এক তৃতীয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল। আর যে দুটি করলো, তার দুই তৃতীয়াংশ মুক্তি পেল। আর যে তিনটি করলো, তার পুরোটাই জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেল। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৯২)

من تمتع مرة آمن من سخط الجبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات زاحني في الجنان. تفسير منهج الصادقين ج ٢ ص ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো সে জাব্বারের (আল্লাহ) গোশ্বা থেকে নিরাপদ হল, যে দুটি করলো সে নেককারদের সাথে হাসর করবে, আর যে ব্যক্তি তিনটি করলো সে জান্নাতে আমার সাথে ভীর করবে। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৯৩)

من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام — الامام الثالث المعصوم حسب زعمهم — ومن تمتع مرتين كان درجته كدرجة الحسن عليه السلام — الامام الثاني المعصوم المزعوم — ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي وابن عمه — ومن تمتع أربع فدرجته كدرجة ج. تفسير منهج الصادقين ج ٢ ص ٤٩٣

রাসূল (সাঃ) বলেন (?), যে ব্যক্তি একটি নেকাহে মুতআ’হ করলো তার মর্যাদা ইমাম হুসাইনের মর্যাদার সমতুল্য, যে দুটি করলো তার মর্যাদা ইমাম হাসানের মর্যাদার সমতুল্য, যে তিনটি করলো তার মর্যাদা হযরত আলী (রাঃ)-র সমতুল্য আর যে ব্যক্তি চারটি করলো তার মর্যাদা আমার মর্যাদার সমতুল্য। (তাফসীরে মানহাজুস-সাদেকীন, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৯২)

এভাবে আরও অনেক জাল হাদীস তৈরী করে টাকা-পয়সার বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদী বিবাহ’র নামে যেনা-ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়ার মত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত রয়েছে।

শী’আদের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর ফতওয়া :

যদি কোন লোক হযরত আলী (রাঃ) কে অন্য সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, যেমন তাফযীলিয়া শী’আগণ বলে থাকেন, তাহলে এতটুকু বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু বর্তমান কালে শী’আ সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা, কুরআনকে বিকৃত বলা, ইমামতের আকীদার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কাফের আখ্যায়িত হবে। আহসানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার বলেন, ‘বর্তমান কালের শী’আ সম্প্রদায়ের আকীদা কুফরী এতে কোন সন্দেহ নাই।’

روى الخلال في السنة عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله — أحمد بن حنبل — عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হল যে ব্যক্তি আবু বকর, ওমর, আয়েশা (রাঃ) কে গালি-গালাজ করে, তার ব্যাপারে ইসলাম কি বলে? তিনি বললেনঃ আমি তাকে মুসলিম মনে করি না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال — أي المروزي — وسمعت أبا عبد الله يقول : قال مالك بن أنس : الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام.

.....ইমাম মালেক (রহ.) বলেনঃ যে ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)এ সাহাবীকে গালি-গালাজ করে, ইসলামে তার কোন হিস্যা নাই। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৭৯)

وقال الإمام الاحمد : إذا كان جهمياً، أو قدرياً، أو رافضياً داعية، فلا يصلى عليه، ولا يسلم عليه.

.....ইমাম আহমদ (রহ.) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি জাহমীয়াহ, কাদরিয়্যাহ অথবা রাফেযিয়্যাহ শিয়াদের দায়ী হয়, তাকে সালামও করা যাবে না এবং মরলে জানাযা পড়া যাবে না। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, আসার নং ৭৮৫)

وقال البخارى رحمه الله : ما إبالى صليت خلف الجهمي والرافضي، أم صليت خلف اليهود والنصارى، لا يسلم عليهم، ولا يعادون ولا يناكحون. ولا يشهدون، ولا تؤكل ذبائحهم.

....ইমাম বুখারী বলেনঃ আমি কোন জাহমিয়্যাহ এবং শিয়া এর পিছনে নামাজ পড়া এবং ইয়াহুদী-খৃষ্টানের পিছনে নামাজ পড়ার মধ্যে কোন পার্থক্য মনে করি না। ওদের দেখা হলে সালাম করব না, অসুস্থ হলে ওদের সেবা করবে না, তাদের সঙ্গে পরস্পরে বিবাহ করা যাবে না, ওদের কোন মজলিসে হাজির হবে না, ওদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাবে না। (কিতাবু খালক আফআলিল ইবাদ, পৃ: ১২৫)

وعن موسى بن هارون بن زياد قال: سمعت الفريابي — وهو محمد بن يوسف الفريابي — ورجل يسأله عن شتم أبا بكر قال: كافر، قال: فيصلى عليه؟ قال: لا، وسأله كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرة.

....মুহাম্মদ আল ইউছুফ আল ফিরযাবী বলেনঃ যে ব্যক্তি আবু বকর (রাঃ) কে গালি দেয়, সে কাফের। তাকে প্রশ্ন করা হল যে, ওদের কি জানাযা পড়া হবে? তিনি বলেনঃ না। প্রশ্ন করা হল যে, তাহলে আমরা কি করবো? বলা হল, তোমরা হাতে ধরবে না বরং লাঠি দিয়ে দিয়ে ঠেলে ঠেলে গর্তে নিক্ষেপ করবে। (আস-সুন্নাহ লিল খাল্লাল, ৭৯৪)

وقال ابن حزم في الفصل : وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القراءات فإن الروافض ليسوا من المسلمين... وهى طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر.

....ইমাম ইবনে হাযম বলেনঃ রাফেজী (শিয়া)গণ মুসলিম নয়। (আল- ফসল খন্ড: ২, পৃ: ৭৮)

وقال الشافعى : ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة.

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেনঃ আল্লাহ ব্যাপারে শিয়াদের তুলনায় অন্য কাউকে বেশী মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখা যায় না। (আল-লালকাযী, ৮/১৫৪৫)

وعن أحمد بن يونس قال: أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضى فإنه عندى مرتد.

আহমদ ইবনে ইউনুস বলেনঃ আমি শিয়াদের যবেহকৃত কোন পশুর গোশত ভক্ষণ করি না। কেননা আমার মতে তারা মুরতাদ। (আল-লালকাযী, ৮/১৫৪৬)

ইসমাইলিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হল ইসমাইলিয়া শী'আ। বিভিন্ন মুসলিম দেশে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, সিরিয়া ও পাকিস্তান এদের কিছু সংখ্যক লোক দেখা যায়। হিন্দুস্তানে এদের সংখ্যা প্রচুর। এই ফিরকা ইসমাইল ইবনে জাফর ছাদেক ইবনে বাকের এর দিকে সম্পৃক্ত। ইছনা আশারিয়াগণ জাফর ছাদেকের পর তার ছোট পুত্র মুসা কাযেমকে ইমাম মানেন। কিন্তু ইসমাইলী সম্প্রদায় জাফর ছাদেকের পর তার বড় পুত্র ইসমাইলের ইমামত এবং ইসমাইলের পর তার পুত্র মুহাম্মদ আল মাকতুমের ইমামতে বিশ্বাসী।

ইসমাইলিয়া শী'আদেরকে 'বাতিনিয়া'ও বলা হয়। কারণ তাদের মতে ইমাম অধিকাংশ সময় বাতিন বা গোপন থাকেন। একমাত্র ক্ষমতা অর্জন হওয়ার সময় তারা আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। 'বাতিনিয়া' নামকরণের আর একটা রহস্য এই যে, তাদের আকীদা হল শরী'আতের একটা জাহির এবং একটা বাতিন থাকে। সাধারণ লোকেরা জাহির সম্বন্ধে অবগত থাকেন আর ইমামগণ জাহির বাতিন সবটা সম্বন্ধে অবগত থাকেন। ইছনা আশারিয়া শী'আগণও এ আকীদায় একমত।

যায়দিয়া শী'আ

ইমামিয়া শী'আদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হল 'যায়দিয়া'। এরা যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর দিকে সম্পৃক্ত। হযরত আলী মুর্তযা থেকে নিয়ে চতুর্থ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গের ইমামত সম্পর্কে তারা এবং ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় একমত। এরপর ইছনা আশারিয়াগণ তার পুত্র ইমাম বাকেরকে ইমাম মানেন এবং তারপরে তার বংশধরের মধ্যে থেকে আরও সাতজনকে ইমাম মানেন। কিন্তু যায়দিয়াগণ ইমাম আলী ইবনে হুসাইন অর্থাৎ, ইমাম জয়নুল আবেদীনের দ্বিতীয় পুত্র যায়েদ শহীদকে ইমাম মানেন। অতঃপর তারই আওলাদ ও বংশের মধ্যে ইমামত অব্যাহত থাকার বিশ্বাস রাখেন। এ ছাড়া দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ইমামের মান ও মর্তবা সম্পর্কেও কিছু মতভেদ আছে।

প্রথম দিকে 'যায়দিয়া' সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কাছাকাছি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হত। তারা কোন সাহাবীর তাকফীর করত না। তবে পরবর্তীতে অধিকাংশ 'যায়দিয়া'-র আকীদা বিশ্বাস ইছনা আশারিয়াদের ন্যায় হয়ে যায়। বর্তমানে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পন্ন 'যায়দিয়া' ইয়ামান প্রভৃতি দেশে কিছু সংখ্যক পাওয়া যায়।

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
পরিচালক- মারকাজুল উলুম আল ইসলামীয়া,
বহিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতিব- মারকাজ মসজিদ।
০১৭১২১৪২৮৪৩

তারিখ : ২৬-০৪-২০১৩
সময় : দুপুর ১২:১৫ ঘটিকা
স্থান : মারকাজ মাদরাসা জামে মসজিদ, ঢাকা।
প্রতি জুম'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন:
<http://furganmedia.wordpress.com>
<http://khutbatuljumua.wordpress.com>

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস

প্রেক্ষাপট :

পহেলা মে বিশ্বব্যাপী শ্রম দিবস পালিত হচ্ছে। শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই চতুর্দিক থেকে নানা বক্তব্য শুনা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নারী শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলে ইসলামের পর্দার বিধানের বিষয়টিকেও টেনে আনার চেষ্টা করছে। এমনকি নারীদেরকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড়া করানোর জন্য গার্মেন্টসের নারী শ্রমিকদের জোর পূর্বক জড়ো করে ইসলাম বিরোধী নাস্তিক মুরতাদরা মহা সমাবেশ করার চক্রান্ত করছে। তাই এ প্রেক্ষাপটে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা শ্রমিকদের অধিকার ও বিশেষ করে ইসলামে নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন। তাই আজকের আলোচ্য বিষয় 'ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস'।

মে দিবস কি ও কেনো? :

১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার মেহনতী শ্রমিকশ্রেণী দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবী সহ আরো কয়েকটি নায্য দাবী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলো। পহেলা মে এর ঐ ধর্মঘট দিবসের আগে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের কোনো অমুসলিম দেশে শ্রম আইন বলতে কিছু ছিলো না। শ্রমিকদের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বলতেও কিছু ছিল না। তারা ছিল মালিকের দাস মাত্র। তাদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ছিল না সাপ্তাহিক কোন ছুটি। ছিল না চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ন্যায়সঙ্গত মজুরীর নিশ্চয়তা। মালিকরা তাদের ইচ্ছামত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এমনকি দৈনিক ১৮-২০ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতেও বাধ্য করত শ্রমিকদের। এ অন্যায্য, বঞ্চনা ও যুলুমের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা পর্যায়ক্রমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' এর ১৮৮৫ সালের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকা ও কানাডার প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক শিকাগোর 'হে মার্কেটে' ঢালাই শ্রমিক, তরুণ নেতা এইচ সিলভিসের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকদের সমাবেশ চলাকালে মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী পুলিশ ও কতিপয় ভাড়াটিয়া গুন্ডা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে অতর্কিতভাবে গুলী চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও শতাধিক শ্রমিককে আহত করে। কিন্তু এতেও শ্রমিকরা দমে যায়নি। শ্রমিকদের ইস্পাতকঠিন ঐ সফল ধর্মঘটের কারণে কোন কোন মালিক ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিকরা আরো উৎসাহী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে এবং সর্বশুরে ৮ ঘন্টা কর্ম সময়ের দাবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২রা মে রবিবারের সাপ্তাহিক বন্ধের দিনের পর ৩ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত রাখে।

ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত ৪ঠা মে শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে আবাবারো মালিকগোষ্ঠীর গুন্ডা ও পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলী বর্ষণ করে। এতে ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয়। রক্তে রঞ্জিত হয় 'হে' মার্কেট চত্বর। গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক নেতা স্পাইজ ও ফিলডেনকে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত 'চিরুণী অভিযান' চালিয়ে শিকাগো শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ফিশার, লুইস, জর্জ এঞ্জেল, মাইকেল স্কোয়ার ও নীবেসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাকে।

পরবর্তীতে শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরোধীতাকারী মালিকপক্ষের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'জুরি' গঠন করে ১৮৮৬ সালের ২১ জুন শুরু করা হয় বিচারের নামে প্রহসন। একতরফা বিচারের মাধ্যমে ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর ঘোষিত হয় বিচারের রায়। রায়ে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে শ্রমিক নেতা পার্সল, ফিলডেন, স্পাইজ, লুইস, স্কোয়ার, এঞ্জেল ও ফিশারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর সে আদেশ কার্যকর করা হয়। শ্রমিক নেতা ও কর্মী হত্যার এ দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিবছর ১লা মে 'শ্রমিক হত্যা দিবস' ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দৈনিক ৮ ঘন্টা কার্য সময় ও সপ্তাহে এক দিন সাধারণ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রথম শ্রম আইন প্রণীত হয়। অন্যদিকে নারকীয় এ

হত্যাভ্যক্ত গোটা বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকারে এনে দেয় নতুন গতি। শিকাগো শহরে সৃষ্ট এ আন্দোলন ক্রমশ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষ এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ স্লোগানটি। সেই সাথে ১২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া সে ঘটনাটির কথা এখন প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে ‘বিশ্ব শ্রমিক দিবস’ বা ‘মে দিবস’ হিসাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ‘মে দিবস’ :

পৃথিবীর অবহেলিত নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত মজলুম শ্রমিকদের পক্ষে সর্বপ্রথম আওয়াজ বুলন্দ করেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি দাস-দাসী ও শ্রমিকদেরকে মালিকের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিজে যা খাবে শ্রমিকদের তা খাওয়াতে বলেছেন। নিজে যা পরিধান করবে দাস-দাসী ও শ্রমিকদের তা পরিধান করাতে বলেছেন। শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে অথবা কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক না দিয়ে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিতে নিষেধ করেছেন। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে আদেশ করেছেন। বিভিন্ন অন্যায়ে ক্রোধের কাফফারা হিসেবে গোলাম আযাদ করার বিধান মানবতার মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ সনদ। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে সকলকেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে প্রমাণ করাই ইসলামের মূল বক্তব্য। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নতুন করে ‘মে দিবস’ পালন করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইসলামে দুই ঈদের দিবস, জুমা দিবস, আশুরা দিবস, রমজানের প্রতি রাত, বিশেষ করে শেষ দশকের বিজোড় রাত, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ দিবসগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা স্মান করার জন্যই কুফফার শক্তিগুলো নানান দিবসের জন্ম দিয়েছে। পহেলা বৈশাখের পাশ্চাত্য দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা দিবস, ভালোবাসা দিবস, মা দিবস, ব্যক্তি পর্যায়ে জন্ম দিবস, বিবাহ দিবস, মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিবসগুলো তৈরীই করা হয়েছে ইসলামের ঐতিহ্যকে সুক্ষভাবে ধবংস করার জন্য। তাই মুসলিম জাতিকে আবার মাথা উচু করে দাড়াতে হলে বিজাতীয় তাহজিব তামাদ্দুনকে উৎখাত করে নিজস্ব তাহজিব তামাদ্দুন তথা ইসলামের শিক্ষা সাংস্কৃতি ও উৎসবকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মালিক ও শ্রমিক :

পৃথিবীর মানুষ আজ দু’ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ হলো মালিক। আরেক ভাগ হলো শ্রমিক। প্রথম ভাগ শাসক দ্বিতীয় ভাগ শাসিত। প্রথম ভাগ শোষক, দ্বিতীয় ভাগ শোষিত। মালিক যে কাজ করায়, শ্রমিক যে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ে কারো কার্য সম্পাদন করে। মালিকানার আবার রয়েছে দুটি ধারা। একটি ব্যক্তিগত মালিকানা আরেকটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মালিকানা। ব্যক্তিগত মালিকানা যা মূলত পূজিবাদী অর্থনীতির মূল উৎস। তা ব্যক্তিকে ঢালাওভাবে পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বাধীনতা দান করে। সে যত সম্পদ উপার্জন করবে তা সবই একান্তভাবে নিজের মালিকানাধীন মনে করে। উপার্জনের এই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কারণে একদিকে মালিক পক্ষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, অপরদিকে শ্রমিক পক্ষ মালিকদের সম্পদ বৃদ্ধির মেশিনে পরিণত হয়েছে। এমনি এক মুহূর্তে আগমন ঘটে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির। যাদের স্লোগান ছিলো কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। কেউ গাছ তলায়, কেউ দশ তলায়, তা হবে না, তা হবে না। কারো কুকুর খায় খাসা, কারো নেই মাথা গোজার বাসা, তা হবে না, তা হবে না। এজন্য তারা ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎখাত করে সকল প্রকার কল-কারখানা, জায়গা-জমি ও আয়-উৎপন্নের সকল মালিকানা রাষ্ট্রীয়করণ বা জাতীয়করণ করার ফর্মূলা পেশ করলো। যেহেতু এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হবে না, তাই জ্বলম ও শোষণের কোনো ছিদ্রপথও অবশিষ্ট থাকবে না। এই স্লোগানের মাধ্যমে তারা রাশিয়া, চীন সহ পৃথিবীর বহুদেশে লেলিন, কাল মার্কস ও মাও সেতুং এর শিষ্যরা নিজেদের প্রভুত্ব কায়ম করে। কিন্তু পরে দেখা গেলো সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। দেশের কল-কারখানা, জমি-জমাসহ আয়-উৎপন্নের সকল উপকরণের মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকজন নেতার কাছে কুক্ষিগত হলো। শোষণের ছিদ্রপথ বন্ধ করার নামে দেশের সকল মানুষকে দিন-মজুর আর শ্রমিকে পরিণত করা হলো। এতে একদিকে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। অপর দিকে দেশের আয় উৎপন্ন ব্যহত হতে লাগলো। মানুষ বুঝতে পারলো সমাজতন্ত্রের স্লোগান মাথা-ব্যথা দূর করার জন্য হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মাথা কেটে ফেলার সমতুল্য।

১৯৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রভাবশালী সদস্য গৌরমুখ সিংহ রাশিয়া সফর করিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যাচ্ছে। তিনি বলিয়াছেন:

‘রাশিয়ার সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দেখিলে পাঁচশত রুবল মজুরিররহস্য বুঝিতে পারা যায়। মনে রাখা দরকার যে, একটি রুবলের মূল্য আমাদের দেশী টাকা অনুসারে ১.০৯ টাকা মাত্র; কিন্তু সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিম্নরূপ: একটি ডিমের মূল্য ৩ রুবল, একটি মোরগের মূল্য ২৫ রুবল, টমেটোর প্রতি কেজি মূল্য ২ রুবল, দুধ প্রতি কেজি মূল্য ২০ রুবল, আলুর প্রতি সের মূল্য ৬ রুবল, মূলার প্রতি কেজি মূল্য ৫ রুবল, গাজর প্রতি কেজি মূল্য ৮ রুবল। শালগমের প্রতি

কেজি মূল্য ৭ রুবেল, ডবল রুটির প্রত্যেকটির মূল্য ২ রুবেল, বকরীর গোশত প্রতি সের মূল্য ১৮ রুবেল, ৬ সিট কাগজের মূল্য ৪ রুবেল, একটি শীতল কোর্তার মূল্য ৪ রুবেল, গমের এক মণ মূল্য ৮৫ রুবেল, মেয়েদের ছোট ব্যাগ প্রতিটি ৯০ রুবেল। এইখানে শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিসের মূল্যের উল্লেখ করা হইল। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেখানে একজন মজুর পাঁচশত রুবেল বেতন পাইলেও তাহার জীবন মাত্রা মোটেই সচ্ছল হইতে পারে না। আর কেবল রাশিয়াই নহে, প্রতিটি কমিউনিষ্ট দেশেরই এই অবস্থা। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক ইশতেহার হইতে এইসব দেশের শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। তাহাতে স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে যে, ‘চেকোস্লোভাকিয়ার মজদুরদের দ্বারা ক্রীতদাসদের ন্যায় কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত ভয়ানক পদ্ধতি। রাশিয়ার আইনে রাজনৈতিক সন্দেহসূত্রে শ্রমিকদিগকে বাধ্যতামূলক দাস শ্রমিকদের ক্যাম্পে বন্দী করিয়া রাখার সুযোগ রহিয়াছে। অতঃপর চীনের মজুর শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। কেননা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কমিউনিষ্ট প্রচারক আজকাল কথায় কথায় চীন দেশের দোহাই দিয়া থাকেন।

১৯৫৯ সনে এপ্রিল মাসে ‘ইন্ডিয়ান ওয়ার্কাস ডেলিগেশন’ এর সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্র সরকারী আমন্ত্রণক্রমে চীন গমন করে। সেখানে তিনি মজুর-শ্রমিকদের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল প্রকাশ করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত চীন ভ্রমণ করিয়া তিনি সেখানকার মজুর-শ্রমিকদের সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ:

‘এখানে আমরা হালের সঙ্গে বলদের পরিবর্তে মেয়েলোককে বাঁধা দেখিয়াছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য। মেয়েলোক তাহাকে হালের সঙ্গে বাঁধে দেয়া হয়েছে।

চীনের ইংয়াস্টেরি ভারপ্রোজেক্ট এ সব মজুর শ্রমিককে তিনি কাজ করিতে দেখিয়াছেন, তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন:

‘এই প্রোজেক্ট-এর নিকটে অফিসারদের থাকিবার বাংলা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার মজুর এখানে কাজ করে। সকল প্রকার পাথর ভাঙা হইতে শুরু করে সুড়ঙ্গ খোদাই করা কিংবা পাথরে চটান স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি যাবতীয় কাজই অনবৃত্ত হাতে করা হইয়াছে। মজুরগণ যে সব হাতিয়ার ব্যবহার করিতেছিল, তাহা ছিল খুবই দুর্বল ও প্রায় অকেজো এবং নিকৃষ্ট ধরণের। মনে হইতেছিলো যে, তাহা কোন যাদুঘর হতে আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আমি এই দৃশ্য দেখিয়া মুহূর্তের জন্য হতচেতন হইয়া পড়িলাম। চীন দেশের মেহনতী লোকদের দ্বারা যেভাবে কাজ করানো হচ্ছে তা দেখে তার অনুকরণ করা বা তা হতে কোন প্রকার প্রেরণা লাভ তো দূরের কথা; বরং বড়ই দুঃখ ও বেদনা পাইলাম। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়িলাম। মানুষ আর যাহাই হোক জন্তু নয়। কোনো দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানবতার উপর নির্মম জুলুম ও চরম অমানুষিকতা ভিন্ন আর কি হতে পারে?

এর প্রতিবাদ করারও ভাষা নেই। মজুরদের বেশির ভাগ বহু দূর-দূরাঞ্চল হতে আনা হয়েছে। বর্তমান চাকুরী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার তাহাদের কোন পথ নেই। মূলত চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রেসিডেন্ট মাও সেতুং এখানে বাধ্যতামূলক অমানুষিক শ্রমের রাশিয়া পরীক্ষিত ‘কার্যপদ্ধতি’ প্রয়োগ করেছেন।

মানুষ যখন এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো তখন বড় বড় কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর রাস্তা থেকে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের বিশাল আকারের মূর্তিগুলো ক্রেন দিয়ে টেনে সাগরে ফেলে দেয়া হয়। অবশ্য বাংলাদেশে কিছু খুচরা কম্যুনিষ্টদের উৎপাত নতুন করে বেড়ে গেছে। সাগরে ভাটা লাগলেও তারা খালে জোয়ার আনার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এজন্য তারা এদেশের সরল সহজ শ্রমিক ভাই-বোনদের নানা রকম শ্রমিক সংগঠন তৈরী করে নিজেদের পক্ষে টানার জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমানে নারী শ্রমিকদেরকে ইসলামের বিপক্ষে দাড়া করানোর জন্য ইস্যু তৈরী করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ইসলামের শ্রমনীতি ও শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে জাতিকে সচেতন করা ঈমানী দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালনের জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা :

ইসলাম মানুষকে শ্রমে উৎসাহিত করে। অলস জীবন-যাপন করা ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة : ১০]

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। (সূরা জুমুআ, ৬২:১০)

রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

‘অন্যান্য ফরজের পরে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ হলো হালাল উপার্জন করা।’ (বায়হাকী, ১২০৩০), মেশকাত (২৭৮১)

রাসুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ
'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম খাদ্য হলো নিজ উপার্জন থেকে ভক্ষণ করা।' (মুসনাদে আহমাদ ২৫২৯৬, তিরমিযি ১৩৫৮, আবু দাউদ ৩৫৩০, নাসায়ী ৪৪৬১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِمِمينِهِ فَيُرِيهَا كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلَوْهَ أَوْ قُلُوصَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَغْطَمَ » صحيح مسلم - (২৩৯০)

'উত্তম উপার্জন থেকে যদি একটি খেজুরও সদাকাহ করা হয় তা অবশ্যই আল্লাহ (সুব.) নিজ হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা লালন-পালন করেন যেমনিভাবে একজন মানুষ বকরীর বাচ্চা অথবা উটের বাচ্চাকে লালন পালন করে। এক পর্যায়ে তা পাহাড়ের ন্যায় বা তার চেয়ে বড় আকার ধারণ করে' (মুসলিম ২৩৯০)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

রাসুলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো- সব চেয়ে উত্তম উপার্জন কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, সবচেয়ে উত্তম উপার্জন হলো মানুষের নিজের হাতের কামাই।' (মুসনাদে আহমাদ: ১৭২৬৫, বায়হাকী: ১০৭০০, মেশকাত: ২৭৮৩)

শ্রমিকদের মর্যাদা

ক) শ্রমিকদের আল্লাহ (সুব.) ভালোবাসেন :

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

'নিশ্চয় আল্লাহ (সুব.) শিল্প উদ্যোক্তা মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।' (আল ফাতহুল কাবীর: ৩৫৭২, আল জামেউস সগীর: ১৮৭৩, কানযুল উম্মাল: ৯১৯৯)

খ) নবী-রাসুল ও তাদের সাহাবাগণের অনেকেই শ্রমজীবী ছিলেন, গদীনাশিন নয় :

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) অন্যের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করেছেন। খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা পরিচালনার কথা কে না জানে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীদেরও অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার অনেকেই শ্রমজীবী ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। বরং মর্যাদা নির্ণয় হতো তাকওয়ার ভিত্তিতে। যা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات ৪৯ : ১৩]

'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।' (সূরা হুজরাত, ১৩:৪৯)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَصَاصَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا لِيُصِيبَ فِيهِ شَيْئًا يَبْعَثُ بِهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ فَخِیرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ تَمْرَةً عَجَوةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্ষুধাগ্রস্ত হলেন। আলী (রা.) বিষয়টি জানতে পেরে কাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন যাতে কিছু খাদ্য উপার্জন করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পাঠানো যায়। তিনি এক ইয়াহুদী বাগানে গেলেন। সতের বালতি পানি বাগানে দিলেন। প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একেকটি খেজুর মজুরি নির্ধারণ করার শর্তে। সতেরো বালতি পানি বাগানে ঢালার পরে ইয়াহুদী তাকে ১৭টি আজওয়া খেজুর নির্বাচন করার জন্য স্বাধীনতা দিলেন। আলী (রা.) সেগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসুলের কাছে চলে আসলেন।.....' (বায়হাকী ১১৯৮৩, ইত্তেহাফুল খিয়ারা হ আল মাহরাহ ৭৩৩৮)

অন্যান্য নবী রাসুদেরও অনেকেই শ্রমজীবী ছিলেন। দাউদ (আ.) সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من كسب يده

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, দাউদ (আ.) নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কোনো কিছুই খেতেন না।' (আল মু'জামুস সগীর ১৭, কানযুল উম্মাল ৯২১৯, ৯২২২, আল মু'জামুল কাবীর ১২০৫)

শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বে তার মজুরী পরিশোধ করা :

শ্রমিকের পাওনা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কমবেশী সব ধর্মের কিতাবেই কিছু না কিছু উল্লেখ আছে। তবে ইসলাম যেভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে এসব বিষয়ে কথা বলেছে সেরকমভাবে অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ বা অন্য কোনো বই-পুস্তকে পাওয়া যায় না। শ্রমিক তার কাজ সম্পাদন করলে অনতিবিলম্বে পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ وَأَعْلَمَهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ»

‘শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তোমরা তাদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।’ (বায়হাকী ১১৯৯৮৮, আল ইত্তেহাফ ২৯৪১, মেশকাত ২৯৮৭,)

নিয়োগের পূর্বেই বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা :

কোনো শ্রমিক থেকে কোনো কাজ নেয়ার পূর্বেই তার শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে নেওয়ার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। অনেককে দেখা যায় রিকশা বা অন্য কোনো বাহনে ভাড়া নির্ধারণ না করেই উঠে যায়। আর পরবর্তীতে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে। এটি একেবারেই গর্হিত কাজ। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ

‘আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমের মূল্য নির্ধারণ না করে শ্রমিক নিয়োগ করা থেকে বারণ করেছেন।’ (মুসনাদে আহমাদ: ১১৫৬৫, ১১৬৭৬, ১১৫৮২, বায়হাকী: ১১৯৮৬)

তবে যদি কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ করা থাকে অথবা সাধারণত যে পরিমাণ ভাড়া হতে পারে তার চেয়ে একটু বেশি দেখার খেয়াল থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। তা না পারলে দাঙা পুলিশ দিয়ে ঠাঙ্গানো হয়।

বেতন নিয়ে টাল বাহানা করা :

বেতন নির্ধারণ করার পরে শ্রমিক যখন তার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে তখন মালিকের দায়িত্ব হলো অনতিবিলম্বে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা। বর্তমান যুগে অধিকাংশ কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদার শ্রমিক-মজুরদের প্রতি অশুভ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে থাকে। তারা মজুর-শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করে তিলে তিলে তার কাজ আদায় করে নেয়। অথচ তাদের যথেষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয় না। আবার অনেক সময় দিলেও নানান ফাঁদে ও কৌশলে অথবা প্রতারণা করে অধিকাংশ কেটে-ছেটে রেখে দেয়। তারপরও যে সামান্য পরিমাণ বেতন বা মজুরি প্রাপ্য হয় তাও যথা সময়ে আদায় করতে কুঠাবোধ করে। অফিসের নিয়ম-নীতির অজুহাতে অথবা মালিকের ব্যস্ততার অজুহাতে বেতন দিতে ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করা হয়। মজুর-শ্রমিকরা যখন তাদের শিশু-সন্তানকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, অসুখ-বিসুখে, শীতে-গরমে অতিষ্ঠ দেখে মালিকের কাছে পাওনা পারিশ্রমিক দাবী করতে যায় তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আকাশ-চুম্বি প্রাসাদের বিলাসবহুল অফিস থেকে হুঙ্কার ছাড়া হয় ‘এখন দিতে পারব না। এক সপ্তাহ পরে আসো।’ আর শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। তাহলে নিজেদের পালিত সন্তাসী ও লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। তা না পারলে দাঙা পুলিশ দিয়ে শায়েস্তা করা হয়। মালিক ও পুঁজিদারদের এ ধরনের আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচারমূলক। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ

‘সামর্থবান মালিক বা পুঁজিদারের টাল-বাহানা অবশ্যই অন্যায় ও জুলুম।’ (বুখারী ২২৮৭, ২৪০০, ২২৮৮, মুসলিম ৪০৮৫, তিরমিযী ১৩০৯, আবু দাউদ ৩৩৪৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ... صحيح البخاري - (২২২৮, ২২২৯, ২২৭০), سنن ابن ماجه -

(২৪৪২), مسند أحمد - (৮৬৯২), السنن الكبرى للبيهقي - (১১৩৭৬), مشكاة المصابيح للتبريزي - (২৯৮৪)

‘আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে আমি নিজেই প্রতিপক্ষ হয়ে প্রতিশোধ নিবো। ১. যে ব্যক্তি আমাকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্য কাউকে কিছু দান করার ওয়াদা করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ২. যে ব্যক্তি কোনো মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক বা কর্মচারি নিয়োগ করে যথাযথভাবে কাজ আদায় করে নিয়ে তার মজুরী পরিশোধ করে না।’ (বুখারী ২২২৭:২২২৮, ২২৭০, ইবনে মাজাহ: ২৪৪২, মুসনাদে আহমাদ: ৮৬৯২, বায়হাকী: ১১৩৭৬, মেশকাত: ২৯৮৪)।

শ্রমিকদের বেতন ছাড়াও তার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু হতে তাকে কিছু দিবে :

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিককে শুধু বেতন-ভাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া উচিত নয়। বরং তার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য, খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি থেকে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلى حَرَّهُ وَذَخَانَهُ فَلْيُعْطِهِ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوعًا قَلِيلًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ » ... صحيح مسلم - (8809)

‘তোমাদের ভৃত্য যখন তোমার খাদ্য প্রস্তুত করে তোমার নিকট পরিবেশন করে, তখন তুমি তাকে তোমার সঙ্গে বসাও এবং তার মাধ্যমে তৈরীকৃত খাবারের কিছু অংশ তাকে খেতে দাও। খাবার যদি শুকনো হয় তবে তা হতে এক লোকমা বা দু লোকমা তার মুঠে তুলে দাও। কেননা আগুনের তাপ এবং ধোয়ার কষ্ট সে ই ভোগ করেছে।’ (মুসলিম 8809)

রসুলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেন—

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ عَنَاءَ حَرِّهِ وَذَخَانِهِ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَلَقْمُوهُ فِي يَدِهِ

‘যখন তোমাদের পাঁচক তোমাদের কাছে খাবার নিয়ে আসে তখন তাকে ডেকে তোমাদের সঙ্গে খেতে দাও। তা না হলে খাবারের কিছু অংশ তার হাতে তুলে দাও।’ (মুসনাদে আহমাদ:৮১৯৬)

বর্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষিত সভ্য ও বিত্তবান লোকদের সম্পর্কে জানা যায় যে তারা তাদের খাদ্য থেকে ভৃত্য ও কাজের বুয়াকে খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা তাদের জন্য আলাদা খাবার তৈরী করা হয়। এমনকি নিজেরা উন্নতমানের চাল খেলেও বাবুর্চি ও গৃহ পরিচারিকাদের জন্য নিম্নমানের আলাদা চাল ক্রয় করা হয়। ইসলাম এ ধরনের আচরণকে চরমভাবে ঘৃণা ও প্রতিবাদ করে। এ হাদিসে শুধু খাদ্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আরো ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। যারা মালিকের কাঁচামাল বা মূলধন খাটিয়ে পণ্য উৎপাদন করে তাদেরকে বেতন ছাড়াও নীট মুনাফা হতে কিছু অংশ প্রদান করা উচিত। গার্মেন্টস শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রম করে মানুষের জন্য পোষাক তৈরী করে অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের সদস্যদের ভালো কোনো পোষাক নেই। তাঁত শ্রমিক সকাল-সন্ধ্যা হাড়াভাড়া পরিশ্রম করে থান কে থান কাপড় তৈরী করে। অথচ তার নিজের বা তার পরিবারের লোকদের পরিধানে ছিন্ন বস্ত্রটুকুও জোটে না। ইসলামের শ্রমনীতি কয়েক হলে এই অবস্থিগত পরিস্থিতির অবকাশ থাকতে পারবে না। কারখানার মালিক তার কুকুরকে পর্যন্ত মখমলের মূল্যবান বস্ত্রে আচ্ছাদিত করবে আর যে শ্রমিক কাপড় তৈরী করলো সে উলঙ্গ থাকবে তা ইসলাম কখনো বরদাশত করে না।

ইসলামে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক :

ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাই ভাই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ الْمَعْرُورِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ خُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَيْتُ رَجُلًا فَعَبَّرْتُهُ بِأَمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعْبَرْتَهُ بِأَمِّهِ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِيَّوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيُوهُمْ

‘মারুর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু যর গিফারী (রা.) এর সাথে রাবাবা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তার নিজের এবং তার কৃতদাসের শরীরে একই ধরনের পোষাক দেখতে পেলাম। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি একদা একজন মানুষকে (কৃতদাসকে) তার মা তুলে গালি দিয়েছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে আবু যর! তুমি তাকে তার মা তুলে গালি দিলে? নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এখনো জাহেলী যুগের চরিত্র রয়েছে। তোমাদের অধীনস্থ শ্রমিক ও কর্মচারী তোমাদের ভাই। আল্লাহ (সুব.) তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের যার অধীনে অপর কোনো ভাই থাকবে তাকে তাই খেতে দিবে যা নিজে খায় এবং তাই পরিধাণ করতে দিবে যা নিজে পরিধাণ করে। তাদেরকে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দিবে না। যদি এরকম কোনো কাজ দিতেই হয় সেক্ষেত্রে তাকে তোমরা সাহায্য করো। (নিজে সহযোগীতা করে অথবা প্রয়োজনীয় আরো বেশী সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে)’। (বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ৪৪০৩, ৪৪০৫, তিরমিযি ১৯৪৫, আবু দাউদ ৫১৬০, ইবনে মাজাহ ৫১৬০, মুসনাদে আহমাদ ২১৪০৯)

এই হাদীস থেকে শিক্ষা :

- ক) মালিক শ্রমিক পরস্পর ভাই। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সে সম্পর্কই থাকবে।
- খ) মালিক ও শ্রমিক খাওয়া-পরা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।
- গ) সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দিবে না।
- ঘ) যদি সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ দিতে হয় সেক্ষেত্রে আরো সহযোগী দিতে হবে।

অপর হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন—

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ »

‘অধীস্থ শ্রমিক-কর্মচারীর খাদ্য-বস্ত্রের অধিকার রয়েছে। তার সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না।’ (মুসলিম:৪৪০৬, আবু দাউদ:৫১৬০, আল মুয়াত্তা:১৭৬৯, মুসনাদে আহমাদ:৭৩৬৪)

শ্রমিকের কর্তব্য :

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কল-কারখানার মালিক ও পুঁজিদারের ব্যাপারে ইসলামে শ্রমনীতি বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করলাম। এবারে আমরা শ্রমিকদের কিছু দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে আলোচনা পেশ করবো।

১. চুক্তি মোতাবেক কাজ করা :

একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হলো চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَنْ الْعَامِلِ إِذَا عَمَلَ أَنْ يُحْسِنَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) উত্তমরূপে কার্য সম্পাদনকারী শ্রমিককে ভালোবাসেন।’ (আল ফাতহুল কাবীর:৩৬০১, ১৪৩৬৯, আল মু’জামুল কাবীর:৪৪৮, বায়হাকী শু’আবুল ঈমান:৫৩১৫)

২. আল্লাহর হুকুম ও মালিকের হুকুম উভয়টির প্রতি খেয়াল রাখা :

কোনো মাখলুকের আনুগত্য করতে গিয়ে খালেকের অবাধ্য হওয়া যাবে না। অন্য কথায় আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো মানুষের হুকুম পালন করা যাবে না। আল্লাহর হুকুম ঠিক রেখে মালিকের হুকুম যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে আমানাতের খেয়ানত না করা। কোনো কোনো শ্রমিক কর্মকর্তা, কর্মচারী মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এজন্য অবশ্যই তাকে কিয়ামতের মাঠে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি শ্রমিক তার উপর দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে তাহলে তার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ

‘তিন শ্রেণীর মানুষকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো ঐ শ্রমিক যে আল্লাহর হুকুম আদায় করে ও নিজের মালিকের হুকুম আদায় করে।’ (বুখারী ৯৭, মেশকাত:১১, আল আদাবুল মুফরাত:৫৩, আল জামে বাইনাস সহীহাইন:৪২৮, রিয়াদুস সালাহীন:১৩৬৫)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبُرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

‘আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন সৎ শ্রমিকের জন্য দুটি প্রতিদান রয়েছে। (অতঃপর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন) ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের প্রতি সৎ ব্যবহারের বিষয়গুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই আমি শ্রমিক হিসেবে মৃত্যু বরণ করতে পছন্দ করতাম।’ (বুখারী ২৫৪৮, আল ফাতহুল কাবীর:৯৮৭৮, ফাতহুল বারী:১২৭, কানযুল উম্মাল:২৫১১৪, মুসনাদে বায্যার:৭৭৪৯)

৩. মালিকের সম্পদ সংরক্ষণ করা :

মালিকের জিনিসপত্র ভাঙচুর বা ধ্বংস না করে যথাযথভাবে হেফাজত করা। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণ হয় সে প্রতিষ্ঠানের প্রতি যত্নবাণ হওয়া খুবই জরুরী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

لِيَلْفَافَ قُرَيْشٍ - إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ - فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

‘যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত, শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে,’

(সুরা কুরাইশ:১০৬:১-৩)

এ আয়াতে কুরাইশদেরকে বলা হয়েছে যেই ঘরের কারণে তাদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ব্যবসায়িক সফরের সুবিধা রয়েছে। যে ঘরের কারণে তাদেরকে পৃথিবীর মানুষ সম্মান করে এবং নিরাপত্তা দেয় সেই ঘরের রবের ইবাদত করতে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই শ্রমিকদেরও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৪. সাধারণ শ্রমিকদের কোনো কাজে বাধ্য না করা :

শ্রমিক দিবসে সাধারণ শ্রমিকদেরকে কাজে যোগদান করা থেকে জোরপূর্বক বাধ্য প্রদান না করা, রাজনৈতিক সমাবেশে লোক সমাগমের জন্য গার্মেন্টস ও কল-কারখানার শ্রমিকদেরকে জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা এগুলো শ্রমিক আইনের পরিপন্থী।

৫. রাস্তা অবরোধ ও গাড়ি ভাঙচুর না করা :

কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো সমস্যার কারণে রাস্তা অবরোধ করা, সাধারণ মানুষকে হয়রানী করা, গাড়ি ভাঙচুর করে মানুষের জানমালের ক্ষতি করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা। তবে নায্য দাবী আদায়ের জন্য দাবী-দাওয়া পেশ করা, মিছিল, মিটিং বা সমাবেশ করা অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অফিস ঘেরাও করা যেতে পারে।

৬. সহশ্রম বন্ধ করা :

নারী শ্রমিকদেরকে পুরুষ শ্রমিকদের সাথে সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে তাদের জন্য আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমদের করণীয় :

ক) ইসলামের শ্রমনীতি সম্পর্কে শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে তাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করা।

খ) ইসলামিক শ্রমিক সংগঠন তৈরী করা। যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী সমাবেশ করতে না পারে।

গ) বিভিন্ন কল-কারখানা, গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরী, শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাঝে কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ঘ) নারী-পুরুষের জন্য সতন্ত্র কর্মক্ষেত্র তৈরী করে সমালোচকদের বাস্তব সম্মত জবাব দেয়া।

ঙ) দক্ষ কারীগর ও শ্রমিক তৈরী করার জন্য কারীগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

চ) আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরী করার জন্য তাজমহল ও বড় বড় দরগা-মাজার তৈরী করার পরিবর্তে ব্যাপকভাবে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কোচিং সেন্টার ও ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা।

এভাবেই বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। শুধু সমালোচনা করেই নাস্তিক-মুরতাদদের মোকাবেলা করা যাবে না। মানুষ যখন তৃষ্ণায় হাহাকার করছে তখন আপনি একমাত্র পানির কূপটির সামনে দাড়িয়ে ঐ কূপের দূষিত পানি পান না করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। পিপাসায় কাতর লোকেরা আপনার কাছে বিকল্প বিশুদ্ধ পানির আবেদন করলো। আপনি বললেন না, আমার কাছে বিশুদ্ধ পানি নেই। তবে ঐ কূপের দূষিত পানি পান করতে দেয়া হবে না। তখন আস্তে আস্তে জড়ো হওয়া তৃষ্ণার্ত লোকেরা আপনাকে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে ঐ নষ্ট পানিই পান করবে। বর্তমানে আমরা মুসলিমরা তাই করছি। আমরা মুসলিমরা কবর আর মাজার তৈরী করছি, আর ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানরা নটরডেম কলেজ, যোসেফ স্কুল ইত্যাদি তৈরী করছে। আর এদেশের হাজী সাহেবরা ভালো লেখাপড়ার জন্য তাদের আদরের সন্তানদের খ্রীষ্টান স্কুলে ভর্তি করিয়ে ঈমানহারা নাস্তিক-মুরতাদ বানাচ্ছে। মুসলিম জাতি সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির সুযোগ নিয়ে তাদেরকে মুরীদ বানিয়ে হাদিয়া তোহফার নামে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। আর নাস্তিক-মুরতাদরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, কল-কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে লক্ষ লক্ষ সরল, সহজ নারী-পুরুষকে নাস্তিকতা শিক্ষা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে দাড়াই করছে। আমরা বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহুর্তে সমবেদনা প্রকাশ করি ও চোখের পানি ঝরাই। আর কাফের-মুশরিক, নাস্তিক-মুরতাদরা খাদ্য-পানী, ঔষধপত্র সহ সাহায্য নিয়ে দাড়ায়। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) এই কাজগুলোই আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) গারে হেরা থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়ে খাদীজা (রা.) এর কাছে এসে নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। তখন খাদীজা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) কে শান্তনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে আল্লাহ (সুব.) কখনো অপমান করবেন না। কেননা আপনি আল্লাহর সন্তান সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, অসহায় মানুষদের বোঝা বহন করেন, অন্নহীন-বস্ত্রহীন মানুষদের সাহায্য করেন, পথিক-মুসাফির ও আগন্তুক মেহমানদের মেহমানদারী করেন, দুর্যোগ মুহুর্তে মানুষকে সাহায্য করেন। আর ঐ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যাদের থাকে তারা কখনোই অপমানিত হয় না। (বুখারী:৩, ৪৯৫৩, ৬৯৮২, মুসলিম:৪২২, মুসনাদে আহমাদ:২৫৯৫৯, বায়হাকী:১৮১৭৭, মেশকাত:৫৮৪১) তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী উপরোক্ত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে এগিয়ে আসি। আল্লাহ (সুব.) আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।